

কপূর-মঞ্জরী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনগর এণ্ড কোং

কলকাতা

বিজ্ঞাপন।

সঙ্গীত প্রকাশিকা।

(সঙ্গীত-বিদ্যার মাসিক পত্রিকা)

• • • • •

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা

— — — — —

সংখ্যা • ১২ • ১৯০৬ খ্রীঃাব্দ

১৯০৬

প্রতিষ্ঠা হইল ১৯০৬ খ্রীঃাব্দ

স্বতন্ত্র পত্রিকা

১৯০৬ খ্রীঃাব্দ

— — — — —

২০০০ কপি প্রস্তুত ১৯০৬ খ্রীঃাব্দ

১৯০৬ খ্রীঃাব্দ

•

কপূର-মঞ্জরী ।

কপূর-মঞ্জরী ।



শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক
অনুবাদিত ।



কলিকাতা

২৫ নং বায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত-মিটিং যন্ত্রে,

সান্তাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।



১৩১১ সন ।

মূল্য আট আনা

ভূমিকা ।

কপূর্ব-মঞ্জরী—ইহা সটুক-জাতীয় একটি উপরূপক । বিদ্যাল-
লকা-নাটিকার রচয়িতা কবিবর রাজশেখর-কর্তৃক ইহা বিরচিত ।
‘সটুক’ আর সব বিষয়েই নাটকানঙ্গণাক্রান্ত ; কেবল প্রভেদ এই—
এর গদ্য পদ্য সমস্ত অংশই প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়া থাকে ;
এতে “প্রবেশক” ও “বিক্ষম্বক” থাকে না, এবং ইহাতে অমৃতরসের
চূর্ণ লক্ষিত হয় । নাটিকার জায় ইহাও চারি অঙ্কে বিভক্ত । কিন্তু
এর অঙ্কগুলি “যবনিকাস্তর” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । অলঙ্কার
দিগেতে সটুকের উদাহরণ-স্বরূপ এই কপূর্ব-মঞ্জরীরই উল্লেখ
হইয়া ।

* “সটুকং প্রাকৃতশেষ পাঠ্যং স্তাদপ্রবেশকং
নচ বিক্ষম্বকোহপ্যত্র প্রচুরশ্চাতুর্ভুজোবসঃ
অঙ্ক যবনিকাখ্যাঃ স্যাঃ স্তাদম্ভনাটিকাসমং ।”

—সাহিত্য-দর্পণ

পাত্ৰগণ ।

(পুরুষবৰ্গ)

স্বত্বধাৰ ।

পাৰিপার্শ্বিক ।

ৰাজা ।

বিদুষক । (কপিঞ্জল)

বৈতালিকহয় ।

ভৈৰবানন্দ ।—(কোল-সম্প্রদায়ের যোগীশ্বর আচাৰ্য্য)

(স্ত্রীবৰ্গ)

ৰাজ্ঞী (দেবী)

বিচক্ষণা
কুৰঙ্গিকা } (দাসী)

২-স্বাৰঙ্গিকা (ৰাজ্ঞীৰ সখী)

কপূৰ-মঞ্জৰী (নায়িকা)

প্ৰতীহাৰী ।

কবীন্দ্র-প্রবীণ ।

প্রথম যবনিকাস্তর ।

কত হোক ভারতীর, ব্যাস আদি কবিরাজ
হোন আনন্দিত ;
বিষজ্ঞান-গণ-প্রিয় অন্তহেরো শ্রেষ্ঠ বাণী
হোক প্রচলিত ,
বৈদর্ভী, মাগধী, আর প্রসিদ্ধ পাঞ্চালী রীতি
করুক মোদের প্রভা দান ;
কাব্যোতে নিপুণ যারা করুক চকোর সম
এই কাব্য-জ্যোৎস্না-সুধা পান ॥

অপিচ :—

আলিঙ্গন-বিভ্রমের নাহি যাতে যোগ,
উৎপাদিত নাহি যাতে চুসন-উদ্যোগ,
নাহি যাতে ঘন ঘন অঙ্গ সঞ্চালন,
এ হেন অনঙ্গ-রতি কর আশ্বাসন ॥

অপিচ :— (দ্বিতীয় স্তর)

শশি-কলা-বিভূষিত দেবতাগণের প্রিয়
সুরতাভিলাষী যেই
হর ও পার্শ্বতী

—তাহাদের সম্মিলন পরিশুদ্ধ নিরমল

হউক গো তোমাদের

সুখকর অতি ॥

দীর্ঘা-কোপ-প্রশমিত প্রাপ্ত হইয়া যিনি

চন্দ্র-কলা-গুণ্ডিপূর্ণ স্বর্গ-গন্ধাজলে

জ্যোৎস্না-মুক্তা-ফলরূপ অর্ঘ্য দেন ত্বরা করি

ছই হস্তে গিরিসুতা-চরণ-কমলে

—সে হরের জয় জয় বল' গো সকলে ॥

নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ ।

সূত্রধার ।—(পরিক্রমণ পূর্বক নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করি)
আমাদের কুশীলবদের পরিজনবর্গ নাট্যোদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়েছে
কি ? কৈননা কেহ বা দেখছি বস্ত্র বেছে নিচ্ছে, কেহ বা হুঁ
দিয়ে মালা গাঁথছে, কেহ বা পাগড়ির কাপড় বিছিয়ে রাখা
কেহ বা কাঠি-কলকে ঝং ফলাচ্ছে, কেহ বা বাঁশিতে হুঁ দিয়ে
বার কচ্ছে ; কেহ বা বীণার পর্দা ঠিক করছে, কেহ বা মৃদঙ্গ
বাদ্যের জন্ত সজ্জিত করছে, এই মাজাঘসা চক্চকে কাংস্ত-কর
হতে বন্বন্ব শব্দ বেরচ্ছে ; আর এই ঝব-গীতের অলাপ
বাপারটা কি, পরিজনদের ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করাই থাক না
(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাক দিয়া আহ্বান)

পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ ।

পারিপার্শ্বিক ।—কি আদেশ করছেন গুরুদেব ?

সূত্রধার ।—(চিন্তা করিয়া) তোমরা নাট্যব্যাপারের উদ্যোগ ক
না কি ?

র ।—মহাশয়, আজ “সট্টক”-নাট্যের অভিনয় হবে ।

ধার ।—আচ্ছা, তার বচনাকর্তা কে বল দেখি ?

র ।—আচ্ছা শুক্লদেব !

রজনী-বল্লভ যেই— বল’ দেখি কেবা তার

মস্তক-ভূষণ ?

রঘুকুল-চূড়ামণি মহেন্দ্র পালের স্তব

—সে বা কোন্ জন ?

ধার ।—(চিন্তা করিয়া) এ যে তোমার প্রগোস্তর-হৈয়ালী (প্রকাশে)

রাজ-শেখর ?

পরিপার্শ্বিক ।—হাঁ, তিনিই তাব রচয়িতা কবি ।

ধার ।—কি বল ?—সট্টক ?

পরিপার্শ্বিক ।—(স্মরণ করিয়া) সন্তোষেরা তাকে সট্টক বলেন ।

নাট্যকার অতিমাত্র অসুস্থতা কে প্রকছে

—সেই সে সট্টক ;

কেবল তাহাতে নাহি দুটি বস্তু—বিভক্তক

আর প্রবেশক ॥

সুত্রধার ।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, কবি সংস্কৃত পরিত্যাগ করে’ প্রাকৃত

ভাষায় রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন কেন বল দেখি ?

পরিপার্শ্বিক ।—সেই সর্ক-ভাষা-চতুর কবি এইরূপ বলেন :—

হউক না সংস্কৃত—কিবা ফল বল’ দেখি তার ?

অর্থের প্রকাশ যাতে তাহাকেই শব্দ বলা যায় ।

উক্তি বিশেষ কাব্য - কহে সর্কলোক,

রচনার ভাষা তার বা হোক তা হোক ।

হউক না সংস্কৃত—তবু তার কঠোর আকার ;

প্রাকৃত যদিও হয়—তবু উহা অতি সুকুমার ।

মহানারী মাঝে বেই ভোর পরম্পর

—কেই ভেদ এই কই জাঝারে ভিতর ।

হুজুয়ার ।—আজ্ঞা, শুনে কি তিনি আপনাকে আপনি কর্ণনা করেছেন ?

পারিপার্শ্বিক ।—সেকালের কবিদের মধ্যে একজন, বুগাকলেখা-আখ্যান-

কারের কিরণ বর্ণনা করুচেন জ্ঞাপন করুন :—

নব-কবি কবিরাজ— নির্ভর নৃপতি সেই

মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায় ;

আপনি আহাছো যিনি হয়েছেন অধিষ্ঠিত

পরম্পরা লোকের কথায় ॥

ইহার প্রসিদ্ধ কবি ত্রিরাজ-শেখর

—জিভুবন আলো করে ঝাঁর শুভ্র কর ।

বুগাকে কলহ আছে জানে গো সকলে,

কিন্তু ইহা নিঃকলহ সুসিদ্ধির বলে ॥

হুজুয়ার ।—আজ্ঞা, কে এই সটিকটি অভিনয় করতে আদেশ করলে

বল দেখি ?

পারিপার্শ্বিক ।—

চাছবান-কুল মাঝে মন্তক-মালিকা-স্বরূপিনী

অবন্তি-সুন্দরী নামে কবিরাজ-শেখর গৃহিণী

নিজপতি বিরচিত এই এ রচনা

অভিনীত হইবারে করিলা বাসনা ॥

আরো :—

ধরণীর চন্দ্র যিনি— মহারাজা চন্দ্রপাল,

চক্রবর্তি-পদ লভিবারে

রসসিদ্ধ এই নাটো করেন গো পরিণয়

কুন্তল-রাশের হৃদিতারে ॥

আহুন তবে জগদেব, এখন আমাদের কাঁকড়া জা করা বাক্য ।
কেমনা, মহারাজ ও দেবীর কুমিকা প্রদান করে আর্থা ও আর্থা-জায়া,
স্বনিকাহরে অপেক্ষা করছেন ।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা ।

নবিত্ত্ব পরিজনসহ রাজা দেবী ও বিদ্যকের প্রবেশ ।

(সকলে পবিত্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপবেশন)

রাজা ।—দেবি ! দাক্ষিণাত্য-রাজনন্দিনি ! একটা সুখের সংবাদ দি
শোন, বসন্তের আরম্ভ হয়েছে । দেখ না কেন :—

ঝোড়শী বালাবা এবে বিষ্ণু-ওঠে নাহি দেয়
বহুল মদন * ;

সুরভি তৈল দিয়া এবে দেখ নাহি করে
বেণী বিরচন ;

শীতবস্ত্র ছুরে থাক্ কঙ্কালিকাটিও অঙ্গে
না করে ধারণ ;

কুসুম মাখিতে মুখে যতনের হয়েছে লাঘব ;

তাই বলি, শীতে জিনি' আবির্ভূত বসন্ত-উৎসব ॥

দেবী ।—মহারাজ ! আমিও তোমাকে ছুই একটা সুখের সংবাদ দি
শোন ।—

শিশিরের অবসানে দম্ভমণি সমধিক ভার ;

দম্পতির অন্ন-অন্ন চন্দন লেপনে মন ব্যয় ;

পদপ্রান্তে জড় করি' গাত্র-আবরণ

নিদ্রা বাইতোছে দেখ উহার ক্রম ।

* সোন্দরটি বা সোন্দরগণের জাত্য নিলেপন-বিশেষ ।

কপূর-মঞ্জরী ।

নেপথ্যে ।

বৈতালিক ।—পূর্বদিকৃপতির জয় হোক ! চম্পানগরের “চম্পক”-
কর্ণভূষণ যিনি তাঁর জয় হোক ! অবলীলাক্রমে যিনি রাঢ়দেশ জয়
করেছেন তাঁর জয় হোক ! ভূজ-বিক্রমে যিনি কামরূপ জয় করেছেন
তাঁর জয় হোক ! হরিকেলী দেশের বারা কেলীকারক তাদের জয়
হোক ! সুবর্ণ-বর্ণ বার নিকট পরাভূত সেট সর্কানসুন্দরেব জয়
হোক ! এই নববসন্ত তোমাদের সকলেরই সুখজনক হোক ! এখানে
এখন :—

“পাণ্ডদেশ-কামিনীর গগুদেশ মাঝে করি’

পুলক বিস্তার,

কাঞ্চি-দেশ রমণীর খণ্ডি’ মান, প্রাতঃ-সন্ধ্যা

ছই ছই বার,

লোলা চোলাঙ্গনাদের সুরত-উৎসব কেলী

করিয়া ঐবল,

কর্ণাট-অঙ্গনাদের কুঞ্চিত কুস্তল-রাশি

কবাষে’ চঞ্চল,

“কুস্তল”-বাসিনীদের কান্ত-সনে মেহ-গ্রাসি

করিয়া বন্ধন,

মন্দ মন্দ বহে কিবা মলয়-শিখর-বাসী

শীতল পবন ॥

দ্বিতীয় ।—এখানেই :—

ছুটেচে চম্পক দেখ, কুসুম-রসেতে নিপ্ত

মহারাজ রমণীর কণোলের স্ফার,

ছুটেচে মল্লিকাকলি স্বল্পমাত্র-আলোড়িত-

হৃদ-সব সুখ-কান্তি রূপসীর প্রায়,

বৃন্দ-মূলে জীববর্ণ, অগ্রভাগে লগ্ন অগ্নি

—এহেন কিংগুক শোভমান ;

মনে হয়, ছই দিকে 'বসি' ঘেন মধুপেরা

মধু তার করিতেছে পান ॥

প্রিয়ে বিভ্রমলেখা ! আমিই তোমার একমাত্র আনন্দবর্ধক, আর তুমিই

— আমার একমাত্র আনন্দবর্ধিনী—এই তো আমি জানি । কিন্তু
কাঞ্চন-চণ্ড ও রত্ন-চণ্ড এই দুই জন বৈতালিকও দেখ আজ আমাদের
আনন্দ বর্ধন করচে । যে বসন্ত, তরুণীগণের বিভ্রমগর্ভ-প্রবর্তক,
মলয়-মারুত-আন্দোলিত লতা-মর্ত্তকদের নর্ত্তক, যে বসন্ত, কলকল্লী
কোকিলদের পঞ্চমস্বর সুন্দর প্রকটিত করচে, কন্দর্পের কোদণ্ড-
স্বরূপ নবজ্বরিত চুতমঞ্জরীর দ্বারা মানিনীর প্রচণ্ড মান দুরীকৃত
করচে, বহুব্রী-পুরুষীর সেট প্রিয়বন্ধু নব বসন্ত আজ দেখ চারিদিকে
প্রসারিত । . দেবি ! এখন এই বসন্তোৎসব তুমি মনের সাথে দেখে
নেও ।

দেবী !—বৈতালিকেরা ঠিকই বলেছে ; মলয়বাতাস সতাই দেখা দিয়েছে ।

দেখ না কেন :—

লঙ্কার তোরণ-শোভা মালিকা-সমূহে যে গো

অন্ন অন্ন করে বিচলিত,

অগস্ত্য-অশ্রম-দেশে চন্দন, কপূর-লতা

মুহম্মদ করে আন্দোলিত,

কীপায় কঙ্কালী-লতা আর, চারু তাছলের

লতিকারে ঈষৎ নাচায়,

“তাজপর্ণী”-সালিলেরে আগ্রহে চুষন করে,

—বহে এবে সেই টেজ-বার ॥

অপিচ :—

“মান কর বিসর্জন, সতৃষ্ণ নয়নে দেখ
আপন বরভে ;
গীনন্তন-সংলগন তরুণী-যৌবন শুধু
দিন দশ র’বে ।”

—এইরূপে পিকগণ মজ্জ কণ্ঠরবে
পঞ্চশর-আজ্ঞা ঘোষে মধু-মহোৎসবে ॥

বিদূষক ।—ওগো ! তোমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র পণ্ডিত । দেখ,
আমার খণ্ডরের খণ্ডর, পণ্ডিতের ঘবে পুস্তক বহন করতেন ।

দাসী ।—(হাসিয়া) তা হলে দেখিচি তোমার পাণ্ডিত্য কুলপরম্পরাগত ।

বিদূষক ।—(সক্রোধে) আরে দাসীর বেটা দাসী !—ভবিষ্যৎ কুটিনি ।

অলক্ষণে !—অবিচক্ষণে ! আমি কি এমনি মূর্খ যে তুই পর্যন্ত
আমাকে উপহাস করিস্ ? আবে পরপুত্র-বিলংসিনি রথ্যালুক্তিনি ।
কোষাপহারিণি ! কুসজ্জিনি ! ভ্রমর-বৃন্তি-চারিণি ।

বিচক্ষণা !—ওগো তাই বটে । কোন্‌ ঘোড়ার কতদূর দৌড় তা যে
দেখে সেই জানে, অন্ধকে তা জিজ্ঞাসা করতে হয় না । আজ্ঞা ঠাকুর
তুমি বসন্ত বর্ণনা করে’ একটা কবিতা পাঠ কর দেখি ।

বিদু ।—তুই তো পিঁজুরেব শালিকের মত কেবল কিচির মিচির করিস্
বৈ তো নয়, তুই এসব কি বুঝি ? আজ্ঞা আমি প্রিয়বরাক্তর কাছে
আর দেবীর কাছে পাঠ করচি । কেননা, মৃগনাভি কখনো কুগ্রামে
কিছা বনে বিক্রী হয় না, কটীপাখর ছাড়া যে-সে পাখরে কখনো
সোণা পরধ করা যায় না ।

রাজা ।—আজ্ঞা প্রিয় বরভ, পাঠ কর দিকি শোনো ষাঁহ ।

বিদূষক ।—(পঠন)

যে সিদ্ধবার-ভক্ত "কলমা"-ভণ্ডুল সম
উৎপাদয়ে কুহুম-নিকর
—তাই মোর প্রিয় ;
"বিচকিল"-বিটপের যে সব কুহুম-পুঞ্জ
মহিষের ছদ্ম-সম মুগ্ধ মনোহর
তাই মোর প্রিয় ॥

বিচক্ষণ।—এ কবিতাটিতে তোমার নিজ প্রিয়র মনোরঞ্জন হতে পারে
বটে !

বিদূষক।—ওরে আমার মধুরভাষিণি !—এইবার তুমি একটা পাঠ
কর দিকি ।

দেবী।—(মুচ্চিক হাসিয়া) ওলে সখি বিচক্ষণে ! আমাদের কাছে
তো তুই খুব কবিষ কলাসু । আচ্ছা এইবার মহারাজের কাছে
তোর একটা স্বরংকৃত কবিতা পাঠ কর দিকি । কেননা, কবিতা
বলি তাকে যা সভায় পাঠ করা যায়, সুবর্ণ বলি তাকে যা কষ্টি-
পাথরে পরখ করা যায় । সেই গৃহিণী যে পতির মনোরঞ্জন করে,
সেই পুত্র যে কুলকে উজ্জ্বল করে ।

বিচক্ষণ।—যে আক্ষে দেবি ! (পঠন)

যে মলয়-সমীরণ লঙ্কা-গিরি-মেখলার
হইয়া অলিত
সুরত-সন্তোষ-ক্লাস্ত ভুজগ-কণার গ্রাসে
হয়ে কবলিত
হয়েছিল অতি ক্লীণ —বিরহিনী-দীর্ঘশ্বাসে
এবে তা' সহসা,
শিওর বৃষ্টিয়া যেন লভিলেক পরিপূর্ণ
তাকণের দশা ॥

রাজা ।—কথার চতুস্তর, বিচক্ষণা বিচক্ষণাই বটে ! কি আর বলব,
বিচক্ষণা কবিগণেরও কবি ;

দেবী ।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) ও একজন কবি-চূড়ামণি !

বিদূষক ।—(সজ্ঞোষে) সোজা কথার দেবী কি তবে এই কথা বলছেন
যে কবিতার বিচক্ষণা অতি উত্তম, আর ভ্রান্ত কপিঞ্জল অতি অধম ?

বিচক্ষণা ।—ঠাকুর ! রাগ কোরো না । কবিতাতেই কবির কবিত্ব জানা
যায় । নিজ কান্তার মনোরঞ্জনযোগ্য হলেও, সুকুমার পদাবলী
ধাক্কাতে, কবিতার মধ্যে নিজ উদর পুরণের কথা থাকটা নিন্দনীয় ।
সে কেমন ?—না, যেমন লম্বিত-স্তনা রমণীর একাবলী হার পরা,
লম্বোদরীর কাঁচুলী পবা, বৃদ্ধার কটাক্ষ হানা, চুল-কাটা মেয়ের
মালতী ফুলের মালা পরা, কানার চোখে কাজল দেওয়া,—এ সব
কিছুতেই মানায় না ।

বিদূষক ।—কিন্তু তোমার কবিতার ভাব সুন্দর হলেও তোমার শব্দগুলি
সুন্দর নয় । সে কেমন ?—না যেমন, সোণার কোমরবন্ধে লোহার
খন্টি ঝোলানো, পটুবস্ত্রে তলর বোনা, গৌরাদ্বীপ চন্দন-চর্চা ;—এ
সবও মানায় না । তবুও তে লোকে তোমার প্রশংসা করে ।

বিচক্ষণা ।—ঠাকুর, রেগো না । তোমার সঙ্গে কি আমার টক্করাটক্করি
চলে ? নিরক্ষর হলেও, লৌহ-শলাকার মত, তুমি রত্ন-পরীক্ষা
নিরোজিত, আর আমি লঙ্কাকর হলেও, তুলার মত আমাকে কেউ
সোণার ভাঁড়ে স্থাপন করে না ।

বিদূষক ।—আমাকে তুই এমন কথা বলি, রোস্ আমি যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতা নামক ভোর ছুই অঙ্গ (অর্থাৎ কর্ণদ্বয়) এখনি উৎ-
পাটন করি ।

বিচক্ষণা ।—আমিও, উত্তর কান্দবীর পরে যে নক্ষত্রটি, সেই নক্ষত্র নামক
তোমার অঙ্গটিকে ভেঙে দি (অর্থাৎ হস্তা, কি না হাত ভেঙে দি) ।

রাজা ।—সখা ! ওকে ওরূপ বোলো না । ও কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।
বিদুষক ।—তা হলে তো পষ্ট এই কথাই বলা হচ্ছে যে, হরিশ্চন্দ্র, মন্দিচন্দ্র,
কোটিশহাল প্রভৃতি কবিদের চেয়েও সুকবি ।

রাজা ।—তাই তো ।

বিচক্ষণ ।—(সজ্ঞোথে পরিক্রমণ)

বিচক্ষণ ।—ওগো তুমি সেইখানে বাও যেখানে আমার প্রথম সাদীটি
গেছে । (অর্থাৎ আমার প্রথম সাদীর মত তুমি ছিন্ন হও, অর্থাৎ মর) ।

বিদুষক ।— ষাড় বঁকাইয়া) তুই সেইখানে বা যেখানে আমার মায়ের
প্রথম দাঁতগুলি গেছে । সে রাজবাড়ীর মঙ্গল হোক যেখানে
একজন দাসী, ব্রাহ্মণের সমান বলে' স্পর্ধা করে ; যেখানে মদা ও
পঞ্চগব্যকে এক ভাঁড়ে রাখা হয় ; যেখানে কাচ ও মাণিকা উভয়-
কেই সমান মনের আভরণ বলে' মনে করা হয় ।

দাসী ।—এই রাজবাড়ীতে, তোমার কণ্ঠে তাই পড়ুক বা ভগবান ত্রিলো-
চন মন্তকে ধারণ করেন । (অর্থাৎ অর্জুচন্দ্র) আর তাই দিয়ে
তোমার মুখ চূর্ণ করা হোক, যার দ্বারা অশোক গাছের সাধ দেওয়া
হয় । (অর্থাৎ পদাঘাত)

বিদুষক ।—আরে বেটি দাসি ! ঠেটী কোথাকারে ! অর্থপ্রবন্ধিনি !
রথালুষ্ঠিনি ! আমাকে তুই এরূপ কথা বলি ? তুই যেন তাই পান' ^{১১}
বা কান্ধন মাসে শোভাজননতর (সোজনে গাছ) লোকের কাছে থেকে
পেয়ে থাকে (অর্থাৎ লাখাভঙ্গ) বা বলীবদ্দেরা (বাঁড়েরা) পামর-
দের কাছে পেয়ে থাকে । (অর্থাৎ নাসিকা ছেদন)

বিচক্ষণ ।—তুমি যে আমাকে এরূপ বল্লে, আমি নূপুর পায়ে তোমার
মুখ ভেঙে দেব তা জানো ? আরও উত্তর আবাড়ের পরে যে নক্ষত্রটী
(অর্থাৎ শ্রবণ নক্ষত্র কিনা কর্ণবৃগল) সেই নক্ষত্র নামক অঙ্গটিকে
ছিঁড়ে ফেলে দেব ।

বিদূষক ।—(সজ্ঞোথে পরিক্রমণ করতঃ যবনিকান্তরে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে)

এমন রাজবাড়ী ভাগ করা উচিত যেখানে ব্রাহ্মণের সমান বলে
একজন দাসী স্পর্ধা করে । আজ থেকে, নিজ গৃহিণী বসুন্ধরা-ব্রাহ্মণীর
চরণ-সেবার নিযুক্ত হয়ে গৃহেই থাকব । (সকলের হাস্য)

দেবী ।—মহারাজ । কপিঞ্জল বিনা রাজ-সভাই বা কিরূপ ? নয়নাঙ্গন
বিনা প্রসাধনই বা কিরূপ ?

আকাশে ।—না না, আমি আর কখনই আসুব না । তুমি আর কোন
প্রিয়-বরস্তের অবেষণ কর । অথবা এই লম্বন্তনী উল্লরকণী (যার
কুলোপারা কান) ছুঁই দাসীকে পাগড়ি পরিয়ে আমার কাজে নিযুক্ত
করা হোক । তোমাদের সকলের মধ্যে আমিই কেবল মৃত,
গোমরা শতবর্ষ বেঁচে থাকো । (প্রস্থান)

বিচক্ষণা ।—ওকে আমরা দেবেন না । কপিঞ্জল ঠাকুর নরম হলেই
গরম, আর গরম হলেই নরম । দেখুন, জল দিয়ে ভিজোলে, শোণের
দড়ির গেরো আরো এঁটে যায় । দেবি, ওর ব্যবহারটা একবার দেখুন ।
রাজা ।—(চারি দিকে অবলোকন করিয়া)

গোপ-বধূজন সবে

গাইতে গাইতে গান

চরণে দোলায় যবে

মনোহর দোলা,

দেখেন দিনেশ তাহা

থঙ্ক-অস্থ-বধে চড়ি',

‘তাই-অতি দীর্ঘ বলি’

মনে হয় বেলা ॥

যবনিকা অপসারণ পূর্বক তাড়াতাড়ি বিদূষকের প্রবেশ ।

বিদূষক ।—আসন দে—আসন দে ।

রাজা ।—আসনে কি হবে ?

এখন সবনিকার্য ।

বিদূষক ।—ভৈরবানন্দ আসছেন ।

দেবী ।—কি ! তিনি ?—লোকের মুখে ঠাঁর অলৌকিক সিদ্ধির কথা শোনা যায় ?

বিদূষক ।—হাঁ তিনিই ।

রাজা ।—তাকে নিয়ে এসো ।

বিদূষক প্রস্থান করিয়া তাঁহার সহিত পুনঃপ্রবেশ ।

ভৈরবানন্দ ।—(কিঞ্চিৎ মন্যপান করিয়া পাঠ)

কিবা মন্ত্র কিবা ধ্যান, কিবা তন্ত্র কিবা জ্ঞান,

এ সব কিছুই নহে—জ্ঞান প্রসাদে ।

অমুসরি কোল-মার্গ লভি মোক্ষ অপবর্গ,

মদিরা প্রমদা মোরা ভুঞ্জি মনসাধে ॥

কি বিধবা কি সধবা, তত্ত্বেতে দীক্ষিতা যেবা,

ধর্মদারা মোদের সবাই ।

খাই মাংস, খাই মদ্য, তিক্ষায় সংগ্রহ খাদ্য,

চর্ম-খণ্ডে শয়ন বিছাই ।

এই কোলাচার ধর্ম কার কাছে নহে রমা

বল' দেখি সবারে সুধাই ॥

অপিচ :—

হরি-ব্রহ্মা-আদি-দেব কহেন গো—“হয় মুক্তিলাভ

ধ্যানে, বেদ পাঠে, আর, অমুষ্ঠান করি' বজ্র-বাণ”,

কিন্তু এই কথা শুধু কহে উমাপতি

—“রতি-কেলি-সুহৃতেও হয় গো মুক্তি ॥”

রাজা ।—এই আসন ; বসুন ভৈরবানন্দ ।

ভৈরবানন্দ ।—(বসিয়া) এখন কি কর্ত্তে হবে বলুন ।

রাজা ।—একটা কোন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখতে ইচ্ছা করি ।

ভৈরবানন্দ ।—সেবার যে শব্দ করে ছুতলে নামারে,

মড়-পথে রবি-রথে দিব গো থামারে ।

যক্ষ-সুর-সিদ্ধাননা আনি দিব সদ্য,

নাহি কিছু কুমণ্ডলে বা' যোর অসাধ্য ॥

তা, এখন বলুন, কি করতে হবে ।

রাজা ।—বরন্ত ! তুমি কি কোথাও কোন অপূর্ণ মহিলা-রত্ন দেখেছ ?

বিদূষক ।—দেখেছি বৈকি ।

রাজা ।—কোথায় বল দেখি ?

বিদূষক ।—এই দক্ষিণাত্যে বৈদর্ভ নামে এক নগর আছে, সেইখানে

এক কস্তারত্ন দেখেছি । তাকেই আনা হোক না ।

ভৈরবানন্দ ।—আচ্ছা আনচি ।

রাজা ।—সেই পূর্ণচন্দ্রকেট ধরাতলে নামানো হোক না ।

(ভৈরবানন্দেব ধ্যান)

(পরে, যবনিকা অপসারণ করিয়া সহসা

নায়িকার প্রবেশ ও সকলের দর্শন)

বাজা ।—ও হোহো ! আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

অঞ্জন ধুইয়া গেছে, আঁখি দুটি রণি ।

আননে লাগিয়া আছে অলকের আঁশ,

কুন্তল-পন্নবচর আ-পাণি ল'ব্ধত,

বিন্দু বিন্দু বারি তাহে হয় আন্মোলিত ।

অন-কেলি-স্থিতা বলি' পরিধানে একটি বসন, •

কি আশ্চর্য্য নারী এই যোগীশ্বর করে আনয়ন ॥

অগ্নি

বন-জলস্থল হতে, বাগ্যাকুল পড়িছে ধকিরা,
এক হস্তে ডাই দেখ, কত করি' রাখে সামালিরা।
অস্ত্র হাতে আটকিছে, কটির বসন বিচলিত,
হেন চিত্র কর চিত্তে, বল' দেখি না হয় চিত্রিত ?

বিদূষক।—

দান-কালে হটরাছে, পরিত্যক্ত সর্ব আভরণ,
বিভ্রম-তরঙ্গ-ভঙ্গ, একমাত্র হাঁহার ভূষণ।
আজ এ বসন লাগি, দেখ কিবা তনু লোমাক্ষিত,
সৌন্দর্য্য-সর্বস্ব-ধন, দৃষ্টি মাঝে বেন রে সঞ্চিত ॥

নারায়ক।—(সকলকে অবলোকন করিয়া স্বগত) এঁর গভীর-মধুর
শ্রী সৌন্দর্য্য দেখে মনে হয়, তৈনি কোন মহাবাজা হবেন। আর
হিন্দি বোধ হয় এঁর মহিষী। যেন হরের অঙ্কাজিনী সাক্ষাৎ
গৌরী। আব হৈনি কোন বৌগীশ্বর হবেন। আর এরা বুঝি পরিজন।
হস্ত নিজ মহিলা নিকটে থাকা সত্ত্বেও বাজা আমাদের মুখে দৃষ্টিতে
থুচেন। (ঐক্যভাবে দর্শন)

রাই।—(বিদূষকের প্রতি চুপচুপি) ইহাব :—

কণ্টকিত কেশকীর ডোঙা পারা দল-সম

তুল্য যে আঁখির

তাহা হতে স্তব্ধল তীখন কটাক্ষচটা

হটরা বাহিব

কপূরের রসে কি গো ধবলিত করিল আমার ?

স্নাত কি করিল মোরে সুবিশদ জোছনা-ধারায় ?

মুক্ততার ঘন বেণু দিল কি গো মাথাইয়া গায় ? *

বিদূষক।—আহা ! কি চমৎকার রূপ !

দ্রি বলি-বেষ্টিত কটী— বালকে করিতে পারে

মুঠায় ধারণ ;

অবনের পরিসর হুই বাহু দিয়া তবে

হয় গো বেটন ।

নেত্রের উপমা স্থল বাহা কিছু বিশাল ধরায় ।

প্রত্যক্ষ করিলেও—চিন্তে এঁরে লেখা নাহি যায় ॥

যদিও জানে সমস্ত বিলেপন ধুয়ে গেছে, যদিও সমস্ত ভূষণ অঙ্গ হতে
নাবিয়ে রেখেছেন, তবু কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে ।

অথবা :—

রূপহীনা যে রমণী, তার শোভা অলঙ্কারে

হয় বিকশিত ;

স্বভাব-সুন্দর যে গো তার শোভা তাহে শুধু

হয় বিকশিত ॥

রাজা ।—এইরূপই বটে ।

বর্ণের লাবণ্য যেন নবজাত সুবর্ণের প্রায় ;

সুদীর্ঘ নয়ন যেন শ্রুতিযুগে গড়াইয়া যায় ;

কপোল-কলক যেন দ্বিধাশিত-চক্র-আধাধান ;

পঞ্চশর কামদেব লয়ে হাতে নিজ পঞ্চবাণ

শোষণ-মোহন শর সন্ধান করিয়া আমা'পরে,

রাখিলা নিকটে এঁরে—আমারেই বিবিধার তরে ।

বিদূষক ।—(হাসিয়া) জানি এঁর শোভা-রস সকল রাস্তার পড়ে
গড়াগড়ি বাজে ।

সুন্দর কামিনী-অঙ্গ—নিজ গুণে অলঙ্কৃত—

স্বভাবতঃ কিবা শোভা পায় ;

অপর সম্মুখের তরু-ত্রিটি আচ্ছাদিয়া

বসন-ভূষণ শুধু ভাষ ।

এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য বীহার

স্বতন্ত্র অনঙ্গ সে নিত্য ভূত্যা তাঁর ॥

অপিচ :—

জঘন বিকৃত হেন,—কাঞ্চীলতা তিষ্ঠিতে না পারে ;

স্তনযুগ উচ্চ হেন,—স্তনমুখ নাভি না নেহা

নয়ন বিশাল হেন,—কর্ণেৎপলে নাহি প্রয়োজন ;

ছিচক্স-পূর্ণিমা-প্রায় তাঁর সেই উজ্জ্বল অংগন ॥

—ওগো কপিঞ্জল ঠাকুর ! তুমি জিজ্ঞাসা কর দিকি উনি কে ?

—(তাহার প্রতি) এস গো সুনরি ! এইখানে বসো । বল

কি তুমি কে ?

রাজা :—এঁর জন্ত আসন ।

বিদূষক ।—আমার এই উত্তরীয়ট এঁর আসন । (বসিবার জন্ত নিজ

উত্তরীয় দান) ওগো ! এখন বল দিকি বা জিজ্ঞাসা করলেম ।

নায়িকা ।—এই কুন্তলদেশে বিদর্ভ নামে এক নগর আছে, সেখানে

সর্বজনহরত বলভরাজ নামে এক রাজা আছেন ।

দেবী ।—(স্বগত) তিনি তো আমার মেসো হন ।

নায়িকা ।—তাঁর গৃহিণীর নাম শশিপ্রভা ।

দেবী ।—(স্বগত) তিনি তো আমার মাসী ।

নায়িকা ।—আমি তাঁদেরই কন্যা ।

দেবী ।—(স্বগত) শশিপ্রভার গর্ভ-ভিন্ন একরূপ রূপরাশি আর কোথায়

সম্ভব ? বৈদ্য-গর্ভ-ভিন্ন, বৈদ্য-শলাকা অরি কোথায় জন্মে ?

(প্রকাশ্যে) তুমি তবে কপূরমঞ্জরী ?

নায়িকা ।—(সলজ্জে অধোমুখে অবস্থান) ৷

কপূরমঞ্জরী।—দিদি! কপূরমঞ্জরীর এই প্রথম প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবী।—ভৈরবানন্দ মহাশয়! আপনার প্রসাদে, কপূর-মঞ্জরীকে দেখে অপূর্ব আনন্দ লাভ করলেম। ইনি পনের দিন এখানেই থাকুন। তার পর, ধ্যানের বোম্বানে তুলে আবার ওঁকে নিয়ে যাবেন।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা, দেবী যা বলছেন তাই হবে।

বিদূষক।—(ব্রাহ্মাকে উদ্দেশ্য করিয়া) ওগো আমরা ছুজনেই নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোক। নিজ আত্মীয়ের সঙ্গে এঁর মিলন হল। এঁরা তো সম্পর্কে ছুই ভগিনী। আর পূর্ব ভৈরবানন্দট এ ছুইজনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিলেন। এই ভূ-সরস্বতী মহিলাটা দেবীর দ্বিতীয় দেহ বলেও হয়।

দেবী।—ভৈরবানন্দ, কপূরমঞ্জরীর সঙ্গে জোষ্ঠা ভগিনীর মিলন ঘটিয়ে দিলেন, ওঁকে বিশেষরূপে তুষ্ট করা কর্তব্য।

বিচক্ষণ।—বে আচ্ছা দেবি।

দেবী।—(রাজার প্রতি) মহারাজ, আমি তবে এঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে এঁর বেশভূষার আয়োজন করিগে।

রাজা।—চম্পক-লতার আলবাল, কঙ্করী কপূরেই পূর্ণ বর্ণাভিভূষিত
(নেপথ্যে)

একজন বৈতালিক।—মহাবাজের স্বপ্ন-সঙ্ঘা হোক!

দিবসের গিণ্ডীকৃত জীবনের প্রায়

তপন-মণ্ডল ওই, গেল যে কোথায়

এই মুহূর্তের মাঝে—নাহি জানে কেহ;

কিন্তু গো নলিনী ভাবি' নার্বের বিরহ

অতি দীর্ঘ—সেই শোকে হইয়া মুর্ছিত,

পঙ্কজ-নয়ন তার করে নিম্নলিখিত ॥

প্রথম যবনিকাস্তর ।

নীলামণি-বিনির্মিত * বলভী বাহাতে অবস্থিত,
আর, নানা চিত্রে বার ভিতরের প্রাচীর চিত্রিত,
হেন বাসগৃহ-বার কিঙ্করীরা করি উদ্ঘাটন,
বিছায় পো। তাড়াতাড়ি ঝু-ঝোণ্য বিলাস-শরন ,
শিরীনারী সৈরিন্দুর † পট্টনাদ হয় সমুৎপন্ন,
--কষ্টে তুষ্ট নারীদের মধুর ছন্দার বিনিঃসৃত ॥

রাজা ।—চল, আমবাও সদ্ধার বন্দনা করি গিয়ে ।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম যবনিকাস্তর ।

* গৃহের ছাদের উপর শবির-চূড়াবৎ কপোত-বিলম্ব ।

† প্রস্তর দ্বারা কোন ভাষা চূর্ণ করিবার শব্দ ।

দ্বিতীয় যবনিকান্তর ।

রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ ।

প্রতীহারী ।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক দিয়ে ।

রাজা ।—(কিয়ৎ পদ গমন করিয়া, কপূর-মঞ্জরীকে মনে করিয়া)

একচিন্তে মগ্ন থালা ধানেন্তে আমার,

চারি ভাব দেখা দেয় তম্বুতে উহার :—

অস্তির নিতম্ব দেশ—তিলমাত্র নহে বিচলিত ;

উদরের বলী-রেখা অল্প-অল্প হয় তরঙ্গিত ;

আমা পানে চাহি' দেখে, ফিরি ফিরি গ্রীবা নীকাটয়া ;

ফিরাইতে চন্দ্রানন, স্থানে পড়ে কুন্তল লুটিয়া ॥

প্রতীহারী ।—(স্বগত) একি । একটা পাঁচতাড়িব মত—কতকগুল লেখা
অক্ষরের মত এখনও যে মহারাজ তরঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ।
আচ্ছা, আমি বসন্ত বর্ণনা কবে' ওঁর তলাত হৃদয়ের আবেগটা ওঁর
কমিয়ে' দি । (প্রকাশ্যে) অল্প-অল্প বিকশিত এই পুষ্পোদ্যানের
প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন মহারাজ ।

কোকিলার কণ্ঠরোধ প্রথমেই করিয়া মোচন,

অলির শুঙ্খন-রবে মধুরিমা করিয়া অর্পণ,

বিরহী কোকিল-মাকে সঞ্চারিয়া রাগ পঞ্চস্বর,

দেখা দেয় রতি-ভোগ্য রাগোন্মত্ত বসন্ত-বাসর ॥

রাজা ।—(সান্ন্যাসে তাহা শ্রবণ করিয়া)

দ্বিতীয় বর্ণনিকান্ড ।

‘বে অধি দর্শন করি’ সভাঅন-নেত্র-মাঝে

লাবণ্যের শত মরী হয় বহমান ;

দৌড়াগোয় পারস্থিত বে অধি-নগর-মাঝে

বিভ্রম-বিলাস-হাস করে অবস্থান ;

সেই পদ-সর-অধি অন্তরে শৃঙ্গার-রস

করে সজীবিত ;

তাহে পুন কন্দর্প ধলুকতে তীক্ষ্ণ শর

করে সংযোজিত ॥

(সোমাদেবের ভাষ্য) সেই হরিণ-নয়নাকে যে অবধি দর্শন করেছি সেই অবধিই সে :—

চিত্তে মোর অবস্থিত ;— নাহি সে সৌন্দর্য্য-মাঝে

তিল মাত্র ক্ষয় ।

লুপ্তে সে শয্যায় মোর, সঞ্চরণ করে সে যে

সর্ব্ব দিক্-ময় ।

রহে সে বচনে মোর, কাবোর প্রবন্ধ-মাঝে

তাহারি উদয় ;

ওই তরুণীর রূপ চির শ্যান করিলেও

অটুট অক্ষয় ॥

অপিচ :—

তার সেই তীক্ষ্ণতম অচপল নয়নের

তৃতীয়াংশ-মাত্র দৃষ্টি

পড়ে যার পানে,

আহত হয় গো সেই —মদন, মধুপ, চন্দ্র,

আর বন-কোকিলের

পক্ষম-হৃদানে ;

কিন্তু তার পূর্ণ দৃষ্টি যদি কারো'পরে কত

হয় নিগতিত,

তবে আর রক্ষা নাই— তিল-জলাঞ্জলি-সোণ।

হয় সে নিশ্চিত ॥

(স্রবণের ভাবে) অপিচ :—

নরনের অগ্রভাগে, সারি সারি রহে কত ভুঙ্গ ;

আর তারি মধ্যদেশে—ঘনীভূত ছুধের তরঙ্গ ;

—চির্যক্ দৃষ্টিতে রাজে' দ্বুতধনু সাক্ষাৎ অনঙ্গ ॥

(চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্কের এত বিলম্ব হচ্ছে কেন ?

বিদূষক ও বিচক্ষণার প্রবেশ ও পরিক্রমণ ।

বিদূষক ।—বলি ওগো বিচক্ষণা, এ সব কি সত্যি ?

বিচক্ষণা ।—খুবই সত্যি ।

বিদূষক ।—আমার প্রভার হয় না ; কেননা, তুমি বড় পরিহাসশীলা ।

বিচক্ষণা ।—ঠাকুর ! ও কথা বোলো না । পরিহাসের সময়ে পরিহাস—

আবার কাজের সময়ে কাজ ।

বিদূষক ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

এই যে, আমার প্রিয় বয়স্ক মানস-হারি হংসের মত, মদবর্ণ-প্রাণে
ক্ষীণ করীর মত, তাপন্নান ঘুণালের মত, বিগতপ্রভ দিন-দ্বীপের
মত, প্রভাতের পূর্ণচন্দ্রের মত, একেবারে পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণ হয়ে
পড়েছেন ।

উত্তরে ।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজের জয় হোক !

রাজা ।—ওহে ! বিচক্ষণার সঙ্গে দেখি তোমার আবার মিল হয়ে
গেছে ।

বিদূষক ।—বিচক্ষণা আজ আমার সঙ্গে সন্ধি করতে এসেছিল । তার

বিভিন্ন ধ্বনিকান্তর।

সঙ্গে আমার সন্ধি হয়ে গেছে—তাই আজ সারা-বেলাটা ছদ্মবেশে
মিলে মিশ্রণ করা গেছে।

রাজা।—সন্ধি করে' ফলটা কি হ'ল বল দিকি।

বিদূষক।—কোন প্রিয়জনকে কাছ থেকে বিচক্ষণা পত্র নিয়ে এসেছে।

রাজা।—(গন্ধ সূচনা করিয়া) যেন কোথেকে কেতকীকুসুমের গন্ধ
আসুচে।

বিচক্ষণা।—আমার হাতেই কেতকীপত্রের লিপি রয়েছে।

রাজা।—বসন্তকালে কেতকী কুসুম কি করে' এল?

বিচক্ষণা।—ভৈরবানন্দ-দত্ত মন্ত্র-প্রভাবে, দেবীর গৃহোদ্যানে একটি
কেতকীলতার ফুল ধরেছে। সে চতুর্দশে দোলোৎসবের শেষ হয়,
সেই সময় দেবী ঐ কেতকীর পাতা দিয়ে গৌরীর অর্চনা করে-
ছিলেন। তার মধ্যে দুটি পাতা কনিষ্ঠা ভগিনী কপূর-মঞ্জরীকে তিনি
দেন।—কপূর-মঞ্জরী তার একটি পাতার গৌরীর অর্চনা করেন—
অস্ত্রটিতে :—

গুণনাভি-মসী দিয়া দুইটি শোলোক লিখি'

পাঠাইলা সমী তব এ কেতকী-পুষ্প-লিপি ॥

রাজা।—(খুলিয়া পাঠ)

“কুসুমের রসে হংসী পিঙ্গল বরণে তনু
করয়ে রঞ্জিত ;

হংসী-পতি হংস তাই ভাবি' তারে চক্রবাকী
হইল বঞ্চিত।

এক স্থানে থাকিয়াও তিলার্দ্ধও তব দুটি
নাহি আমা পানে ;

বুঝি এই কট মোর —নিজ পূর্ব-দৃষ্টির
ফল পরিণামে ॥”

(কই তিন বার পাঠ করিয়া) এই অক্ষরগুলিকে মরনের রসায়ন বলেও হয় ।

বিচক্ষণা।—প্রিয় সখীর অবস্থা বর্ণনা করে দ্বিতীয় কবিতাটি আমিই রচনা করেছি, মহারাজ পাঠ করুন ।

রাজ ।—(পাঠ)

তোমার বিরহে, এঁর —দীর্ঘ দিবানিশা-সহ—

নিঃশ্বাসে দীর্ঘ অতিশয় ;

মণি-বলয়ের সাথে স্বর্গত হয় গো এঁর

নেত্র হতে অশ্রু বিন্দুচয় ;

উষ্মগিনী তমুলতা শুধারে যেতেছে দিন দিন

তা-সহ জীবিত-আশা, ক্রমশঃই হইতেছে জীর্ণ ॥”

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুলক্ষণা এঁর অবস্থা বর্ণনা করে’ এঁট পড়ে যে শ্লোকটি লিখেছেন, মহারাজ তা’ শুুন ।

হারগাছি-সমতুল্য সুদীর্ঘ নিশ্বাস সদা বহে ;

চন্দনে যজ্ঞা দেয় ; চন্দ্রমা তহুরে শুধু দহে ;

স্বর্গ-সম মুখেতেও হান্ত-শোভা যেন গো মিলায় ;

অঙ্গগুলি পাণ্ডুবর্ণ দিবসের শশিকলা-প্রায় ।

তোমা-তরে হে সুন্দর ! অশ্রুবারি হয়ে বিগলিত

সরিৎ-আকারে যেন অহর্নিশ হয় প্রবাহিত ॥

রাজ ।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কি আর বলব ! সুকবিত্বে ইনি তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীই বটেন ।

বিদুষক ।—এই বিচক্ষণা মহীতল-সরস্বতী ; আর এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ত্রিভুবন সরস্বতী । এঁদের সঙ্গে আমি আর টুকরা-টুকরি করব না । তবে, আমার নিজের ধরণে মদনাবস্থা বর্ণনা করে’ একটা কবিতা লিখেছি, সেইটে শোনাই ।

দ্বিতীয় বর্নিকাণ্ড ।

রাজা ।—অচ্ছ! পড় দিকি শোনা বাক্ ।

বিদূষক ।—

জোছনা কত না উক, চন্দন সে গরলের প্রায় ;

হার সে ক্ষতের কার, দেহ দহে রজনীর বার ; -

মৃণাল করাল-বাণ, জলে শুধু তুললতা জলে,

বদবধি হেরিয়াছি সে পঙ্কজ-বদন-মণ্ডলে ॥

বয়স্ত ! কিঞ্চিৎ চন্দনরস তোমারও লাভ হবে । এখন তাঁর সমস্ত বস্তাস্তটা

বল' দিকি । অন্তঃপুরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেবী কি কর্লেন ?

বিদূষক ।—তাঁকে মণ্ডিত, তিলকিত, ভূষিত ও তোষিত কর্লেন ।

বাজা ।—বিচক্ষণা, তুমি বল, দেবী কি কর্লেন ।

বিচক্ষণা ।—

ঘরষিত হল অঙ্গে মৃদিতকা কোমল ;

কুঙ্কুমের পঙ্কে তহু হইল শিকল ।

রাজা ।—

অৰ্ণ-কাস্তি হল যেন রসানে উজ্জল ॥

বিচক্ষণা ।—

মরকত নুপুরেতে ভূষিত চরণ

বয়স্তা সখীরা সবে করিল ধারণ ॥

বাজা ।—

অধোমুখী তাঁর সেই পঙ্কজ-চরণ

নুপুর সে ভঙ্গী-সম করিল বেটন ॥

বিচক্ষণা ।—

গুক-পিচ্ছ-সম নীল পট্ট-বাস করে পরিধান ।

রাজা ।—

ধর-বায়ু-সঞ্চালিত কদলীর দলাগ্র-সমান ॥

কন্দুর-মঞ্জরী ।

বিচক্ষণা ।—

নিভব-ফলকে তার পদ্মরাগমণি-কাস্তি
হয় নিবেশিত ।

রাজা ।—

স্বর্ণ-শৈল-শিলা'পরে, ময়ূর করে গো যেন
নৃত্য প্রকটিত ॥

বিচক্ষণা ।—

কর-পদ্মযুগে তার, দেওয়া হ'ল বলয় মণির ;

রাজা ।—

অবনত-মুখে যেন, শোভা পায় মদন-ভূগীর ॥

বিচক্ষণা ।—

স্থাপিত হটল কর্ণে পবিপুষ্ট মুকুতার
উৎকৃষ্ট হার ;

রাজা ।—

তারকা-মণ্ডল যেন যতনে করয়ে সেবা
মুখচন্দ্র তার ॥

বিচক্ষণা ।—

রতন-কুণ্ডল-যুগ দেওয়া হ'ল শ্রবণ-যুগলে ;

রাজা ।—

বদন-মদন-রথ, তাহে যেন ছুই চক্রে চলে ॥

বিচক্ষণা ।—

শোভন অঙ্গন দিয়া হ'ল তার নয়ন রঞ্জিত ;

রাজা ।—

নব-নীলোৎপল-শর স্বয়ং যেন করিল সজ্জিত ॥

বিচক্ষণা ।—

কুটিল অলক-মালা লুটাইয়া ললাটে বিরাজে ;

রাজা ।—

কুসুম-গুচ্ছের রাশি কবরীতে রয়ে গৌ নিহিত ॥

বিচক্ষণা ।—

কুসুম-গুচ্ছের রাশি কবরীতে রয়ে গৌ নিহিত ;

রাজা ।—

শশি-রাহ-মর্ত বুদ্ধ তাহে যেন হয় প্রকটিত ॥

বিচক্ষণা ।—

এইরূপে ইচ্ছামত তারে দেখী ভূষণা যতনে ;

রাজা ।—

সাজান্ হুরডি-লক্ষী যথা কেলী-কুসুম-কাননে ॥

বিদূষক ।—মহারাজ ! আমি এখন একটা পারমার্থিক তত্ত্ব বলি শুনুন :—

দৃষ্টি বার মনোহর তরল ধবল,

তার উপযুক্ত কি গো এ ছার কজ্জল ?

স্ববিস্তীর্ণ স্তন বার কলঙ্গের প্রায়,

এই ছার হার কি গো তাহে শোভা পায় ?

জঘন-কলক বার শোভে চক্রাকারে,

কাঞ্চী-আড়ম্বর কেন তার চারিধারে ?

এমন স্নানরী যে গো—ভূষণ তাহার

ভূষণ নামের যোগ্য—কি কহিব আর ॥

রাজা ।—(তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া)

ত্রিবলী-অঙ্কিত নাভি, ভূষন স্পর্শে বাহমূল,

উজ্জ্বলিত স্নানিতম্ব, সূচিকণ বানের ছকুল,

এসবে সূচিত হয় সৌন্দর্য্য তারুণ্য—নাহি ভুল ॥

বিদূষক ।—(সক্রোধের স্তার) ওগো ! আমি ওঁকে সর্ব্বালঙ্কারের

সহিত বর্ণনা কর্লেম, আর তুমি কি না ওঁর জল-লুপ্ত প্রসাধনের

কথাটাই স্বরণ কর্চ ?

তুমি কি মহারাজ শোনোনি ? :—

সুন্দর যে স্বভাবতঃ অলঙ্কারে বিকসিত

হয় তার রূপ ।

সাজা মগি, বিকুচিত হইলে কাঞ্চনে, ধরে

শোভা অপরূপ ॥

রাজা ।—

বেশ-রচনার শুণে নিতম্বিনী সুন্দরীরা

মুঢ়-চিত্ত কবয়ে হরণ ;

স্বভাব-সৌন্দর্য্য কিঙ্ক সুরসিক জনদের

হৃদয়েরে করে আকর্ষণ ।

শর্করা সংযোগে কভু এই স্রোতারস

নাহি হয় আবাদনে মধুর সরস ॥

বিচক্ষণা ।—মহারাজ ঠিকই আজ্ঞা করেচেন ।

যে সুন্দরী পীনপ্তনী আকর্ষণ বিস্তৃত যার

নয়ন-অপাঙ্গ,

চক্ৰ-সম মুখচক্ৰ, লাবণ্য-প্রবাহে যার

সিক্ত সর্ক অঙ্গ,

যতই কর না কেন বেশভূষা পরিপাটী

তাহাতে রূপ কি তার

তিলমাত্র হইবে বর্জন ?

প্রকৃত কথাটি এই :— সকল ভূষণ দেহে

হইলেও সংযোজিত

আসলের না হয় খণ্ডন ॥

রাজা ।— (বিদুষকের প্রতি) ও গো কপিঞ্জল ! বিচক্ষণার উপদেশটা

ওন্নে ?

কৃত্রিম সে অলঙ্কারে কি হইবে কাজ ?

প্রতারণা-তরে শুধু নটীদের সাজ ।

নিজ অঙ্গ হয় যদি জনমনোহর

তবেই সে অঙ্গনাকে দেখায় স্মার ।

অকৃত্রিম সুদূর্ণভ রূপরাশি, যে নারীর

সর্ব অঙ্গ চার,

সুখের ঘোঁষন-কালে বেশভূষা প্রসাধন

সে কি করু চায় ?

বিচক্ষণা ।—মহারাজ ! আমি একটা কথা নিবেদন করি, শুধু দেবীর নিয়োগেই আমি তাঁর অমুণ্ড হইনি । কপূর-মঞ্জরীর সঙ্গে আমার “তারি-মৈত্রী” বন্ধুত্ব জন্মেছে ;—প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি । এই জন্যই তাঁর কাছে আমার এত অমুরাগ । আবার সেবিকার ভাবে একটা কথা মহারাজকে নিবেদন করি শুধুন :—

পরীক্ষিতে তাপ তাঁর সখীগণ স্তনদেশ

দেখে হাত দিয়া,

তাপদগ্ধ হয়ে কিন্তু সেই হাত পুনঃ পুনঃ

লয় সরাইয়া ।

এহতে অধিক আছে সুখকর ভ্রাসকর

কথা এক—কল্পন প্রবণ :—

হস্তছত্রে নিবারিয়া চক্ষুর কিরণ, তিনি

বিভাবরী করেন বাণন ॥

শেষে যা স্থির হল, কপিঞ্জল তা মহারাজের কাছে এখনি নিবেদন করবেন । আর সেইমত মহারাজেরও কাজ করতে হবে ।

রাজা ।—কি স্থির করলে, বল ।

বিদূষক ।—আজ দোল-চতুর্থী । আজ দেবী, কপূর-মঞ্জরীকে গৌরী

সাজিরে' দোলায় চড়াবেন । আর মহারাজ মরকতকুঞ্জে থেকে তাঁর সেই দোলন দেখবেন এইরূপ স্থির হয়েছে । দেবী এত চতুরা হয়েও বিচক্ষণ প্রতারিত হয়েছেন । কথায় বলে “বুড়ি বিড়ালী ছুধ মনে করে’ ঘোল খায়”—এ ঠিক তাই হয়েছে ।

রাজা ।—তোমার মত কাজের লোক কি আর ছুটি আছে ? সমুদ্রের বুদ্ধি চন্দ্র ছাড়া আর কে করতে পারে বল’ ?

পরিক্রমণ করিয়া কদলী-গৃহে প্রবেশ ।

বিদূষক ।—এই ক্ষটিকমণির উচ্চ বেদিকা । প্রিয়সখা, এঁটখানে ভূমি বোসো ।

রাজা ।—(তথা করণ)

বিদূষক ।—(হাত তুলিয়া) ওগো ! ঐ দেখ পূর্ণিমার চাঁদ ।

রাজা ।—(দেখিয়া) এঁট যে ! আমার প্রিয়া দোলার উঠেচেন—তাঁই ঐ চাঁদমুখটিকে পূর্ণিমার চাঁদ বলে’ কপিঞ্জল নির্দেশ কর্চে । (চারি দিকে অবলোকন করিয়া)

সমাচ্ছন্ন করি’ যত পুরনারীগণের আনন,
লাবণ্য-জ্যোৎস্না-জলে প্রক্ষালিয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
দর্শক রমণীদের হৃদয়-নিহিত দর্প
একেবারে করিয়া দলন,
দোল!-নীলাভরে, কিবা সরল তরল ভাবে
দেখা দেয় ওই চন্দ্রানন ॥

অপিচ :—

অশ্ববল-ধ্বজ-পটে-শোভমান উচ্চ পুরধারে
সুর-নারী-বোম্বধান ঘণ্টারবে যেমতি শঙ্কারে,
সেইরূপ দোলাখানি জনচিহ্ন করিয়া হরণ

উর্দ্ধ-অধঃ-আকর্ষণে, কছু করে প্রীকার লঙ্ঘন,
কছু বেগে ওঠে নাবে, আসে বায়—অতি মনোরম ॥

অপিচ :—

রম্-রম্-রম্-রম্ বাজে কিবা রতন-নুপুর ;
কন্-কন্ বাজে হার—মেখলার কিঙ্কণী
কিনি-কিনি বাজে স্রমধুর ;
চঞ্চল বলরাবলী—শিঞ্জাপ্রনি তাহে মনোরম ;
চন্দ্রাননা ললনার এ-হেন হিম্মোল-লীলা
কার চিত্ত না করে হরণ ?

বিদূষক ।—ওগো ! তুমি তো সূত্রকার—আমি আবার বৃত্তিকার হয়ে
সবিস্মারে বর্ণনা করি শোনো ।

উপরিস্থ-স্তন-ভাবে হইয়াছে ভারাক্রান্ত
চরণ-কমল-যুগ তার ।
নুপুর-শিঞ্জিত-রবে মনমথ বেন ডাকে
কামী জনে করিয়া ফুৎকার ।
দোল-লীলা-লম্পট চক্র-সম গোলাকার
সুন্দরীর জঘন-পরিসর ।
কাপ্তী-মণি-কিঙ্কণী রব-জ্বলে করে ব্যক্ত
হরষের অক্ষুট স্বর ॥
দোলনের আন্দোলনে 'সরি' 'সরি' পড়ে বেই
মুক্তাবলী-হার
—পুষ্পবাণ-নুগতির কীর্তি-লতা যেন উহা
করে গো বিস্তার ॥
সমুৎসর্গের সমীরণ সরাসরে উপরি-বস্ত্র
অস্ত্র অঙ্গ করে প্রদর্শন ;

—মদনে ডাকিয়া আনি আদরে বতনে যেন
পার্বদেশে করয়ে স্থাপন ॥

শ্রবণ ভূষণ দুটি কুঙ্কম-লিপ্ত গণ্ড
ঘরষয়ে দোলনের বলে ,

কতবার হ'ল দোল সকোতুকে তারি যেন
সংখ্যাপাত করে রেখাচ্ছিলে ॥

দীঘল নয়ন দুটি ঝটিতি হয় গো ফুল
কোতুহল-স্থখে ,

পঞ্চবাণ মনমথ পদ্ম শর যোড়ে যেন
আপন ধনুকে ॥

দোলনের রসে ভঙ্গ কভু যাতে নাহি ঘটে,
অর তাহ হয়ে সমুৎসুক,

ধাকি ধাকি বাবুয়ার হানে যেন পৃষ্ঠ-দেশে
বেণী-রূপ মদন-চাবুক ॥

এ-হেন বিলাসোজ্জ্বল দোলনের চিত্র মনোহর

কাব্ চিত্তে নাহি লিখে স্থনিপুণ অব-চিত্রকর ?

রাজা।—(সবিষাদে) এ কি ! কপূর-মঞ্জরী দোলা-থেকে নেবেছেন
দেখ্চি। আহা ! শুল্ক ঐ দোলা—শুল্ক এ হৃদয়—শুল্ক আমার এই
দর্শনোৎসুক নয়ন-দুটি ।

বিদূষক।—আহা ! বিহ্বলতার মত একবার দেখা দিবেই অদৃশ্য
হলেন ।

রাজা।—ও কথা বোলো না । ববং বল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রীর মত
দেখা দিবেই অদৃশ্য হলেন । (অরণের অভিনয় সহকারে)

মাজিষ্টী-বরণ গুষ্ঠ, অঙ্গ-বাষ্টী—অভিনব

কাঞ্চনু-সদৃশ সমুজ্জ্বল ;

বাল-ইন্দু-ধবলিমা, বিজয়িনী চারু দৃষ্টি,

অজ্ঞানাভ হুচরু কুন্তল ;

হরিণী-চঞ্চল আঁখি, কতরূপ রেখা এতে

কবয়ে বিলাস ;

মহাদর্প কন্দর্প যুব-জল-জয়ে যেন

পূর্ণ-অভিলাষ ॥

বদূষক ।—এই সেই মবকত-কুঞ্জ । দেখ প্রিয়সখা, তুমি এখানে বসে’

তাঁব প্রতীক্ষা কব । সন্ধ্যাও নিকটবর্তী । (উভয়েব তথাকরণ)

বাজা ।—এমন শীতল যে হিমালী এও সস্তাপদায়িনী বলে’ আমার মনে
হচ্ছে ।

বদূষক ।—রাজলক্ষ্মী-মাত্র সহচরীকে নিয়ে এখন তুমি এখানে একটু

বসো মহাবাজ, আমি ততক্ষণ শীতল উপচার-সামগ্রীর আয়োজন

কবি । (প্রস্থান করিয়া সম্মুখে অবলোকন) ও কে ?— বিচক্ষণা

এই দিকে আসূচে না কি ?

বাজা ।—ছুট মস্তুর কথা-মত সঙ্কেত-কাল যেন নিকটবর্তী ।

হস্ত-পদ কিসলয়, নেত্রযুগ কুবলয়,

মুখ ঈন্দু-প্রায় ;

তমুটি চাঁপার কলি, তবু চিত্ত উঠে অলি’

কি আশ্চর্য্য হায় !

বদূষক ।—(সম্যক্ অবলোকন করিয়া) এই যে ! বিচক্ষণা শীতল

উপচার-সামগ্রী নিয়ে এই দিকে আসূচে ।

উপচার-সামগ্রী লইয়া বিচক্ষণার প্রবেশ ।

বিচক্ষণা ।—(পরিক্রমণ করতঃ) আহা ! প্রিয়সখীর বিষম বিরহ-জ্বর

উপস্থিত ।

বিদূষক ।—(নিকটে আসিয়) ওগো ! এ সব কি ?

বিচক্ষণা ।—শীতল উপচার-সামগ্রী ।

বিদূষক ।—কার জন্ত ?

বিচক্ষণা ।—প্রিয়সখীর জন্ত ।

বিদূষক ।—ওর অর্থে আমাকে দেও ।

বিচক্ষণা ।—কি জন্ত ?

বিদূষক ।—মহারাজের জন্ত ।

বিচক্ষণা ।—কাবণটা কি ?

বিদূষক ।—কপূর-মঞ্জরী কারণটাট বা কি ?

বিচক্ষণা ।—তা কি তুমি জান না ?—মহারাজেব দর্শন ভিন্ন আর কি কাবণ হ'তে পারে ?

বিদূষক ।—তুমিও কি এ জান না ? কপূর-মঞ্জরী দর্শন ভিন্ন আর কি হ'তে পারে ?

বিচক্ষণা ।—আচ্ছা, মহারাজ এখন কোথায় ?

বিদূষক ।—তোমার কথা-অনুসারে তিনি এখন মবকত কুঞ্জে আছেন ।

বিচক্ষণা ।—আচ্ছা, তুমিও মহারাজেব সঙ্গে মবকত কুঞ্জে একটুখানি অপেক্ষা কর । ছজনের দেখা সাফাৎ হয়ে গেলে, এট শীতল উপচার-সামগ্রীগুলিকে জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে ।

বিদূষক ।—(তাহাকে টানিয়া) জলাঞ্জলি ?—আমোলো ! তোরই জলাঞ্জলি হোক ! (পুনর্বার তাহাকে ঠেলিয়া) আমায় কি এখন আরদেশে থাকতে হবে ?

বিচক্ষণা ।—দেবীর আদেশ-ক্রমে কপূর-মঞ্জরী আনুচেন ।

বিদূষক ।—কোথায় আনুতে আদেশ করেচেন ?

বিচক্ষণা ।—দেবী যেখানে তিনটি গাছের চারা বসিয়েচেন ।

বিদূষক ।—কি কি গাছের চারা ?

বিচক্ষণা ।—কুক্কবক, তিলক, আর অশোক ।

বিদুষক ।—তাতে হ'বে কি ?

বিচক্ষণা ।—দেবী এইরূপ বলেচেন :—

“কুল ধরে কুক্কবক কামিনীর আলিঙ্গনে ;

—দরশনে, তিলকের

কুসুম-বিকাশ ;

অশোক পুষ্প হইয়া কামিনীর পদাঘাতে ;

“সাধ” দিয়া তাহাদের

পুর' অভিলাষ ॥”

এখন তিনি তাই করবেন ।

বিদুষক ।—আচ্ছা তবে প্রিয়সখাকে মরতককুঞ্জ থেকে নিয়ে এসে
তমালতরুর আড়ালে রেখে দি । তা হলে সেখান থেকে তিনি
সমস্তই দেখতে পাবেন । (রাজার প্রতি) ওগো ! ওগো ! ঐ
তোমার হৃদয়-সমুদ্রের চক্ৰলেখা—একবার উঠে দেখ !

রাজা ।—(তথাকরণ)

বিশেষরূপে বিভূষিত হইয়া কপূরমঞ্জরীর প্রবেশ ।

কপূরমঞ্জরী ।—বিচক্ষণা কোথায় গেল ?

বিচক্ষণা ।—(নিকটে আসিয়া) সাধি ! দেবীর আদেশ মত কাজ
কর' ।

রাজা ।—বয়স্তু ! কাজটা কি বল দিকি ?

বিদুষক ।—তমাল গাছের আড়াল থেকে সবই জানতে পারবে ।

রাজা ।—(তথা করণ)

বিচক্ষণা ।—এই কুক্কবক ।

কপূরমঞ্জরী ।—(কুক্কবককে আলিঙ্গন)

রাজা ।— গীনগুনী সুন্দরীর আলিঙ্গন-ভরে
অকস্মাৎ কুরুবক পুষ্পরাশি ধরে ;
এরি মধ্যে মধুপেরা পাইয়া সন্ধান
ওরি দিকে দেখে সব হর ধাবমান ॥

বিচক্ষণ ।—ওগো ! ইন্দ্রজালের কাজটা একবার দেখে :—

শিশু-তরু হইয়াও কুরুবক, তরুণীর
লভি' আলিঙ্গন,
মদন-শরের মত পুষ্প কত রাশি রাশি
কবে উদ্গীবণ ॥

রাজা ।—দোহদের প্রভাবত এইরূপ ।

বিচক্ষণ ।—আর, এই তিলক-তরু ।

(কপূর-মঞ্জরী আড়-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবলোকন)

রাজা ।—

ত্রীধন ওল দৃষ্টি অঙ্গনে ভূষিত
—পঞ্চশব যাব পাশে নিত্য অবস্থিত

এ-তেন সে মুগাক্ষীব চাব-নেত্র-কটাক্ষের বলে
শাখা-শিরে দস্তসম ফুটে পুষ্প বোমাক্ষের ছলে ॥

বিচক্ষণ ।—এই অশোক-তরু ।

(কপূর-মঞ্জরীর চরণাঘাত)

নৃপুংসব রণিত করি' চন্দ্রাননা করে যবে

অশোকেরে পদাঘাত

লীলা-ভঙ্গিমায়,

অমনি গো তরুটির সমস্ত শাখাগ্র-পরে

স্তবকে স্তবকে পুষ্প

দিব্য বাহিরায় ।

গগন-অঙ্গন হ'ল দেশিবার বোণ্য বস্তু

সদ্য-বিকশিত ওই

গুপ্ত-মহিমায় ॥

বিদুষক ।—ওগো বয়স্ক ! দেবী যে স্বয়ং গাছদের “সাদ” দিলেন না
তার কারণটা কি জান ?

রাজা ।—তুমি জান ?

বিদুষক ।—যদি দেবী রাগ না করেন তো বলি ।

রাজা ।—বলতে দোষ কি ?—মুক্তকণ্ঠে বল' ।

বিদুষক ।—

যৌবন বিগত হলে থাকিতেও পারে অঙ্গে

অঙ্গনার রূপের বিকাশ,

কিন্তু ওগো যৌবনেই সৌন্দর্য্য-অধিষ্ঠাত্রী

দেবতার সাধের নিবাস ॥

রাজা ।—তোমার অভিপ্রায়টা তো শুনলেম । আমি কিন্তু একটা কথা
বলি ।

ষোড়শী বালারা দেখ অধীর-হৃদয় অতি

অভিনব কোতূহল-বশে ;

কিন্তু গো আনতস্তনৌ প্রগল্ভা নারীই শুধু

পক্ স্বর-রহস্তের রসে ॥

বিদুষক ।—মহুষোর কথা দূরে থাক, তরুরাও দেখ সৌন্দর্য্য-রহস্ত-বশে
বিকশিত হচ্ছে । এরা কিন্তু রতি-রহস্ত জানে না ।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক ।—মহারাজের সুখ-সন্ধ্যা হোক !

লোক-লোচনের সাধে পদ্যবনে করি' অর্দ্ধ-

নিদ্রায় মগন,

মানিনী-মানস-সাথে নিজ তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব
 করিয়া মোচন,
 মঞ্জিষ্ঠা-রক্তিম-ছবি, চক্রবাক-মিত্র, পক-
 নারঙ্গ-বরণ
 দিনমণি ওই দেখে ক্ষতগতি অন্তাচলে
 করয়ে গমন ॥

রাজা ।—দেখ বয়স্ক, সন্ধ্যা হয়ে এল ।

বিদূষক ।—রতি-সংকেত-কাল উপস্থিত তাই বন্দীর বল্চে ।

কপূর-মঞ্জরী ।—সখি বিচক্ষণে ! আমি তবে যাই, সন্ধ্যা হয়ে এল ।

বিচক্ষণা ।—আচ্ছা সখি, তুমি যাও ।

(পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় যবনিকান্তর ।

তৃতীয় যবনিকান্তর ।



রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ ।

রাজা ।—(কপূরমঞ্জরীর উদ্দেশে)

চম্পকেব কলিকারে দূর করি' দেও এবে,

কিবা কাজ বল' হরিদ্রায় ?

তপত-কাঞ্চন-কাঁতি সুবিশুদ্ধ হইলেও

কেবা তারে আনে গগনায় ?

বকুল-কুমরাশি হইলেও নবোদগত

বল' দেখি কিবা ফল তায় ?

নবোদিত ইন্দু-সম সুন্দর কিরণ বাব

তার লাবণ্যের কাছে

ইহারা কোথায় ?

অপিচ :—

মরকত-মণিযুক্ত প্রসারিত হাবগাছি-সম,

মালতীর মালা-সম অর্ধ-ঢাকা সুনীল অলিতে,

মুক্তকণ্ঠ-বিকীর্ণিত সেই চাক্ষু নেত্র অল্পমম

গড়ায় অবশে তর—তার তা' প্রবিষ্ট এই চিতে ।

বিদূষক ।—ওগো বয়স্ক ! তুমি স্নেহের মত বিড়বিড় করে' কি বল্
বল দিকি ।

রাজা ।—বয়স্ক ! স্বপ্নে আমি থাকে দেখেছি তার কথাই এখন ভাব্চি ।

* বিদূষক ।—ব্যাপারটা কি বল দিকি বয়স্ক ।

রাজা ।—

দেখ, আমি আছি ওয়ে কেলি-শয্যা'প'ব ,
 দেখিহু স্বপনে,— সেই পঙ্কজ-বদনী
 হস্তান্তরে আছে বসি, প্রহারিতে মোরে
 তার পদ্ম-নেত্র বাণে , আমিও অমনি
 অঞ্চল ধরিহু তার শিথিল কবিয়া,
 কিস্ত হাত ছাড়ায় গেল সুনয়নী,
 সেই সঙ্গে নিজা মোর গেল গো ভান্ধিয়া ॥

বিদূষক ।—(স্বগত) এইরূপ 'না'হ'লে বলা বাব (প্রকাশে) দেখ
 বয়স্ক, আজ আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি ।

রাজা ।—(সপ্রত্যাশে) বল দিকি ক'রূপ স্বপ্ন ?

বিদূষক ।—স্বপ্ন দেখলেম, আমি গঙ্গাব স্রোতের উপর শুয়ে আছি ।
 মহাদেবেব মাথাব উপরে যে গঙ্গাব চবণ স্তম্ভ সেই গঙ্গার জলে
 আমার সর্বাঙ্গ ধুয়ে গেল ।

রাজা ।—তাব পব—তার পর ?

বিদূষক ।—তাব পব, শবৎকালবধৌ জলধাব্য আমাকে গ্রাস কবে'
 ফেলে ।

রাজা ।—আশ্চর্য্য । আশ্চর্য্য । তাব পর ?

বিদূষক ।—তাব পব, ভগবান্ মার্ত্তণ্ড ব্যান্ নক্ষত্রে চলে গেলে পব, যে
 সমুদ্রে তাম্রপর্ণী নদী মিশেছে, সেই সমুদ্রে সেই মহামেঘও চলে
 গেল । আমিও সেই মেঘের মতো বসে তারি সঙ্গে সঙ্গে চল্লম ।

রাজা ।—এব পব, তার পব ?

বিদূষক ।—তাব পব, সেইখানে গিয়ে সেই মেঘ, স্থূল জলবিন্দু বর্ষণ
 কবতে লাগল । তাব পব, সমুদ্রের মধ্যে যে বিজুক থাকে, তারা
 তাদের আবরণ উদ্ঘাটন করে জলবিন্দুদের পান করলে, সেই সঙ্গে

আমাকেও পান করলে । আমি দশমাষা-প্রমাণ মুক্তাফল হয়ে
তাদের গর্ভে রইলেম ।

রাজা ।—তার পর, তার পর ?

বিদুষক ।—তার পর,

চউষটি শুক্তি-স্থিত মেঘোৎপন্ন সেই সব
জলবিন্দুগণ
ক্রমে সুবর্ণ্যল স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল মুক্তা-রূপ
করিল ধারণ ॥

রাজা ।—তার পর, তার পর ?

বিদুষক ।—তার পর শুক্তিদের গর্ভে থেকে আমিও মুক্তাফল হয়েচি
বলে' মনে করলেম ।

রাজা ।—তার পর, তার পর ?

বিদুষক ।—তার পর উপযুক্তকালে, সেই শুক্তিদের সমুজ্জ হতে উঠিয়ে
এনে বিদারণ করা হল । আমি চৌষটি মুক্তাফলের আকারে
ছিলাম । লক্ষ সুবর্ণ দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠী আমাকে কিনে নিলে ।

রাজা ।—আহা ! স্বপ্নের কি বিচিত্রতা ! তার পর, তার পর ?

বিদুষক ।—তার পর, সেই শ্রেষ্ঠী একজন বেষকারকে এনে মুক্তাগুলিকে
বিক্র করা'লে । আমারও একটু বেদনা উপস্থিত হ'ল ।

রাজা ।—তার পর, তার পর ?

বিদুষক ।—তার পর,

প্রত্যেক সে মুকুতাটি দশ মাষা ওজনেতে
যার পরিমাণ
—তাহাতে গাঁথিয়া হার এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা
হ'ল তার দাম ॥

রাজা ।—তার পর, তার পর ?

বিদুষক ।—তার পর একজন বণিক, একটা কৌটার করে' সেই হারটি,
 পাঞ্চালধিপতি শ্রীবজ্রাহ্ম-দেবের কান্তকূজ-নগরে নিয়ে গেল ;
 আর লেইখানেই কোটি স্বর্ণ-মুদ্রার বিক্রয় করলে ।

রাজা ।—তার পর, তার পর ?

বিদুষক ।—তার পর,

রাজা, নিজ দয়িতার পীন-তুঙ্গ-স্তন-শোভা
 করি' নিরীক্ষণ,

আর সেই মুক্তা-হার- -ছড়াটির চিত্তহারী
 শোভা অতুলন,

অরপিলা কণ্ঠে তাঁর ;—যত সব রসিক স্তম্ভন
 ভালবাসে দেখিবারে সমানের যোগ্য সন্মিলন ॥

অপিচ :—

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মদনের শরাঘাতে
 ত্রস্ত হয়ে দৌছে যবে

হইলা মিলিত,

ঘন আলিঙ্গন-বশে সঞ্চালিত হ'ল স্তন
 তাহার পীড়নে আমি

হুম্র জাগরিত ॥

রাজা ।—(একটু হাসিয়া ও চিন্তা করিয়া)

এ মোর অলাক স্বপ্ন করিতেছি মনে মনে
 আমি যে স্ববর্ণ,

তারি পাণ্টা স্বপ্ন বলি' তুমি চাহ করিবারে
 মোরে নিবারণ ?

বিদুষক ।—ভ্রষ্ট রাজা, ক্ষুধাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, অসংযত-কুদৃশ বাল-বিধবা,
 বিরহাতুর মহাবা,—এরা, আশা-রূপ মোদকে আপনাকে আপনি

প্রতারণা করে । তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করি তোমার সখা, এ সব
কারণ প্রভাবে ঘটছে ?

রাজা ।—প্রেমের ।

বিদূষক ।—যে প্রেম দেবীতে এত দিন বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে, সেই প্রেমের
বশে তুমি কি এখন সর্কারামর চক্ষে কপূর-মঞ্জরীকে নিরীক্ষণ
করছ ? দেবী কি তা-অপেক্ষা রূপে শুণে কিছু কম ?

রাজা ।—ও কথা বোলো না ।

কোনো কালে, কারো মনে ঘটে যদি প্রেমের বন্ধন,
রূপ নহে,—ওগো সখা বেশ জেনো—তাহার কারণ ।
প্রেমই তো সজ্ঞান করে সৌন্দর্য্যেরে, তাহাভেই হঠরা উৎসুক,
তাই বলি বন্ধ হোক নিন্দাকারী ছরুজন খলদের মুখ ॥

বিদূষক ।—ওগো । এই যে “প্রেম—প্রেম” সবাই বলে এ প্রেম
জিনিসটা কি ?

রাজা ।—মদনের আদেশক্রমে, পরস্পর-সম্মিলিত নর-নারীর মধ্যে যে
প্রণয়-প্রস্থি নিবন্ধ হয়, পণ্ডিতেবা তাকেই প্রেম বলেন ।

বিদূষক ।—সে কিরূপ ?

যাহাতে মরল-ভাব উভয়ের আত্মামাঝে
হয় সমুদিত,
সংশয়-ঘটনা-আদি সকল কলঙ্ক বাতে
সদা বিবর্জিত,
মনোভব-দত্ত সেই সার-বস্তু, প্রেম-নামে
জগতে বিদিত ॥

বিদূষক ।—তাকে কি করে লক্ষ্য করা যায় বল দিকি ?

দৌহ-মাঝে পরস্পর সেই সে চঞ্চল দৃষ্টি
হয় নিপতিত

—আপাঙ্গ পর্যন্ত যাছে উভয়ের চিত্ত যেন

হয় বিলুপ্তিত ।

পরে মন্থ-রস ক্রমে ক্রমে হয়ে বিবর্জিত

উভয়ের মনোভাব অচিরে করে প্রকটিত ॥

অপিচ :—

অন্তনিবিষ্ট যাছে নানাবিধ বিলাস-বিভ্রম,

মননে ভূষিত আর,—প্রেম তারে কহে সর্বজন ।

হইলেও দুঃস্বপ্ন হয় যাহা প্রকটিত ভবে,

মহা-স্বর-ঈশ্বরজাল বলি' তার জানি মোরা সবে ॥

নিদ্রাক—যদি চিত্তগত প্রেমের অমুরাগ উৎপন্ন হয়, তবে এই সব

অলঙ্কার-আড়ম্বরের বিড়ম্বনা কেন ?

রাজা ।—বরস্ত ! এ কথা সত্য ।

মেখলা, নুপুর, বালা, মস্তক-ভূষণে কিবা ফল,

কি কাজ সৌন্দর্য্য, রূপে, কিবা কাজ অলঙ্কারে বল' ?

অপব এমন কিছু রমণীতে আছে গো নিশ্চিত

—সৌভাগ্য-মঞ্জরী যাচে তাহাদের হয় গো অর্জিত ॥

অপিচ :—

নৃত্য গীতে কিবা ফল ?—কিবা ফল মদিরা সেবনে ?

কি ফল অঙ্কুর-ধূপে ? কিবা ফল কুঙ্কুম লেপনে ?

শোভা-সৌন্দর্য্য-রাশি আছে বটে ধরায় প্রচুর

কিন্তু যাহাদের কাছে প্রেম-সম কি আছে মধুর ?

অপিচ :—

চক্রবর্তী-রাজরাণী, গৃহস্থ-গৃহিণী আর

সামাজ্য যে অতি

—ইহাদের দৌহা-মাঝে প্রেমলাভে বিশেষত্ব
নাহি এক রসি ।

নাগিকা-ভূষণ, আর কুঙ্কুম, বসন

—এ সবের হয় কি কভু প্রেম সংঘটন ?

অপিচ :—

চঞ্চল লোচন কিম্বা চন্দ্রোপম স্নানর আনন

অথবা উজ্জ্বল ত্বন—এই সবের কিবা প্রয়োজন ?

বিশেষ কারণ কিছু অবশ্যই আছে পরগীতে

যাহাতে কভু না সরে রমণীর হৃদয় হঠতে ॥

নিদ্রাধক ।—তাঁই বটে । কিন্তু আর একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি,

কৌনার-দশায় রমণীদের ততটা সৌন্দর্য্য থাকে নাহি বা কেন ?—

আর যৌবনে তাদের সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি হয়ই বা কেন ?

রাজা ।—

আছেন পিতা হুই, অবশ্যই এ জগৎ-মাঝে ;—

—একটা নিম্মাণে দক্ষ, অস্ত্রটি যৌবন-দান কাজে ।

একজন প্রথমেই কবেন গো কুমারীর

অঙ্গাদি গঠন ;

দ্বিতীয়, তাহাঁই পুন ফুটায়ে তুলেন ক্রমে

করি' উৎকীরণ ॥

রবিত বলয়, কাঞ্চী, শিল্পিত নুপুর, আর

মরকত-মণি-মালা, কাঞ্চন-নির্ম্মিত হার,

—যতই প্রবল হোক মদনের পঞ্চশর সম,

হৃদয়-হরণ-মস্ত্র এই যে গো নারীর যৌবন

—ইহাই গো মদনের বর্ষ শর গণ্য ;

ও-চেয়ে প্রবলতর কিবা আছে অস্ত্র ?

আরো দেখ :—

লাবণ্য-পূরিত অক্ষ চিত্তহারী তারা-যুত
 আকর্ণ-প্রসারিত, চাক নেত্র চটি,
 পীন-পরোধর-বক্ষ বর্জুল নিতম্ব-দেশ
 ত্রিবলি-অঙ্কিত-রেখা মুটিগ্রাহ্য কটি,
 তরুণীর যউবনে এষ্ট পক্ষ, মদনের
 জয়-বৈজয়ন্তী-রূপে করয়ে বিরাজ ;
 —অন্ত অপর জব্যো বল' কিবা কাজ ?

(নেপথ্যে) । সখি কুরঙ্গিকে ! নাহারপাতে নলিনীর যেমন কষ্ট হয়,
 এহ শীতল উপচাবে আমারও তেমনি কষ্ট হচ্ছে ।

মৃণাল গবল-প্রায়, হাবযষ্টি ভুজঙ্গম,
 গালবস্ত্র অনিলেতে অনলেরি বরষণ,
 গঠি ধাবা-বস্ত্র-জলে যন্ত্রণায় তম্মু জলে,
 চন্দন সে বিড়ম্বন—কোন ফল নাহি কলে ॥

বিদুষক ।—শুনলে প্রিয় বরমু !—অমৃত-রসে প্রাণ যে ভরে' গেল ।
 তাপ-ক্লিষ্ট মৃণালিকাটি যে এখনও উপেক্ষিত হচ্ছে ! হৃৎসহ তপ্ত
 জলে বেলী-কুঙ্কম-ভূমি যে সিক্ত হচ্ছে । পরিপুষ্ট মুক্তার কর্ণহা
 যে ছিন্ন হচ্ছে ! “গ্রহিণী”-ক্ষেত্রে কস্তুরী-মৃগ যে লুপ্তি হচ্ছে !
 তোমার স্বপ্ন দেখ'চি সত্যি ফল্গু সখা । এসো, ভিতরে প্রবেশ করা
 যাক্ । এইবার তোমার মদন-পতাকা উত্তোলন কর । কর্ণস্বরে,
 কোকিলের পঞ্চম-ছন্দার প্রবর্তিত কর । অশ্রুপ্রবাহের বেগ একটু
 শিথিল কর । দীর্ঘ নিশ্বাসগুলি একটু মন্দীভূত কর । তোমার
 লাবণ্য পুনর্বার নবভাষে ধারণ করুক । এসো, এখন আমরা খিড়কী-
 দ্বার দিয়ে পোহাচ্ছি জরি । (উভয়ের প্রস্থ)

নায়িকা ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ ।

নায়িকা ।—(সমাক্ষেপ স্বগত) ওমা, এ কি এ! পূর্ণিমার চন্দ্র সহসা
আকাশ থেকে নেমে এল না কি! কিংবা নীলকণ্ঠ তুটু হয়ে মনো-
ভবের নিজ দেহ আবার ফিরিয়ে দিলেন না কি? কিছা যিনি
আমার কদরের চূর্ণন, আর নয়নের সঞ্জন, তিনিই কি আমাকে
দেখা দিলেন? (প্রকাশ্যে) সখি কুরঙ্গিকে! আমি যে ইন্দ্রজালের
মঠ সব দেখছি।

বিদূষক ।—(রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) ওগো! এ ইন্দ্রজালট বটে!

নায়িকা ।—(লজ্জিত)

কুরঙ্গিকা ।—সখি কপূরমঞ্জরি! ওঠো! উঠে মহারাজকে অভ্যর্থনা কর।

নায়িকা ।—(উঠিতে উদ্ভাত)

রাজা ।—(হস্ত ধারণ করিয়া)

উঠিয়া, গো চন্দ্রাননা! স্বনভার-সুভদ্র

ওঠ তব ক্ষীণ মধ্য

ভেঙে না ভেঙে না।

অমনি থাকো গো বসি, হেরিয়া ওরূপ ধানি

শমিত হউক মোর

নেত্রের বাসনা ॥

অপিচ :—

বার লাবণ্যের কাছে দলিত হরিদ্রা সেও

তুচ্ছ অতিশয় ;

কি কনক, কি চম্পক, বার রূপের কাছে

জ্ঞান হয়ে রয় ;

সেই-সে তোমারে আজি হেরিল যে নেত্র-ছটি

—হরিণ-নয়না !

স্বর্ণ-কুমুদে, আমি মেট ছুটি নয়নে
করি গো অর্চনা ॥

বিদূষক ।—ঘরের ভিতরে থেকে উনি দেখিচি ঘরখালে সিন্ত হয়েছেন !
তা এত বজ্রাঞ্চল দিয়ে বাতাস কবা যাক্ । (তথা করণ) আরে !
আরে ! এ কি হ'ল ?—বজ্রাঞ্চলেব বাতাসে প্রদীপ যে নিবে গেল ।
(চিন্তা করিয়া অগত) তা হোক্ । লীলা-উদ্যানে যাওয়া যাক্ ।
(প্রকাশে) ওঃ ! অঙ্ককার যেন নৃত্য করচে ! তা এসো 'এখন
সুভঙ্গ-পথ দিয়ে প্রমোদ-উদ্যানে বেরিয়ে পড়া যাক্ ।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

রাজা ।—(কপূর-মঞ্জরীর হস্ত ধারণ করিয়া)

ও-কর-পল্লব তব, মম হস্তে করিয়া স্থাপন,
মহুর-গমনে এবে মুহূমন্ কর সঞ্চরণ ।
গতি-ভঙ্গী হেরি' যাতে কল-হংস-গতি
লোকেব নয়নে হর অপ্রিয় গো অতি ॥

(স্পর্শ-সুখ অভিনয় করিয়া)

ও-কর-পরশ-বশে সমুদায় অঙ্গ মোর
হর্ষভরে হয়ে রোমাঞ্চিত,

* সপুস-শলাকা সজ্জা, কদম্ব-কেশর আর,
—এ-দুয়েরে করে পরাজিত ॥

(নেপথ্যে)

বৈতালিক ।—চন্দ্রালোক মহারাজের স্মৃৎজনক হোক্ !

ভূমণ্ডল-লগ্ন তম বৃক্ষের আকারে শুধু
ঐতস্ততঃ এবে দেখা যায় ;

নব ভূর্জপত্র-সম পিঙ্গলবরণ-ছবি
 পূর্বাদিক হ'ল জ্যোছনার ।
 মুচুকুন্দ-কুসুমের সুস্বাদু কেসর-সম
 বরষি' কিরণ
 কলা-কলা বুদ্ধি লভি' ক্রমে চক্রে গুণবিষ
 করিল ধারণ ॥

অপিচ :—

কি কুসুম, কি চন্দন, কি কুণ্ডল, কি কঙ্কণ,
 —এই সব, দিগ্‌বধু
 না করে ধারণ ।
 অশোষণ অমোহন মননের অঙ্গ-সম
 নভে পুঞ্জীভূত হ'ল
 অশাক-কিরণ ॥

বিবুধক ।—ওগো ! কনকচণ্ড তো চক্সালোকের শোভা বর্ণনা করলেন,
 এইবার মাণিক্য-চণ্ডের পালা ।

দ্বিতীয় বৈতালিক ।—

পুড়ে অশ্রুধর বাতি, জলে কত প্রদীপ উজ্জল,
 ঝালরে ঝুলিছে মুক্তা, মুক্ত আর পারাবত-মল,
 সুসজ্জিত কেলী-শয্যা, মুতীগণ করে জলপনা,
 শয্যাপাশ দাঁড়াইয়া আছে বত মানিনী-ললনা,
 —এ হেন বিলাসময় কেলী-গৃহ রহে অগণনা ॥

অপিচ :—

কপূরের চূর্ণ যেন দিগ্‌বধু চাক মুখে
 করিয়া অর্পণ,

চিকণ জোছনা-রাশি নন্দন চন্দন-সম
 করি' বিকৌরণ,
 জীর্ণ কন্দর্পের তরু বর্জিত করিয়া তুলি
 সমস্ত ভুবন,
 সজল-জলদ-মুক্ত জলধারা রূপে ছায়
 শশাঙ্ক-কিরণ ॥

বিদূষক ।—

দিগ্‌বধুজ্যোত্সং * নভঃ-সরোবর-হংস
 যারে মনে হয়,
 নিধুবন-তরু-কন্দ সেই চন্দ্র অনানন্দ
 গগনে উদয় ॥

কুরঙ্গিকা ।—

যার গর্ভ-হেতু চন্দ্র যে মানিনী-মান-যন্ত্র †
 —বিষম দুর্জয়,
 চন্দ্রক-কোদণ্ড যার, প্রচণ্ড কন্দর্প সেই
 —তারি জয় জয় ॥

(কপূর-মঞ্জরীর প্রতি) প্রিয়সখি ! তোমার রচিত চন্দ্রের বর্ণনাটা
 মহারাজের সম্মুখে পাঠ করি ।

কপূর-মঞ্জরী ।—(লজ্জিতা)

কুরঙ্গিকা ।—(পঠন)

বিরাজে বৃগাক শশী নিজ গুহ মণ্ডল-অস্তরে ।
 কৈলি-কোকিলটি যেন করিদন্ত-গঠিত পঞ্জরে ॥

* জন-উজ্জ্বল = জ্যোত্সং । উজ্জ্বল = কর্ণভূষণ ।

† যরট-যন্ত্র = জাঁতা ।

রাজা ।—আশ্চর্য্য ! কপূর-মঞ্জরীর, অভিনব অর্থ আবিষ্কারে কেমন দৃষ্টি !

শঙ্কলি কি রমণীয় !—উক্তির কি বিচিত্রতা ! কি রসধারা !

ও সুন্দর মুখ তব, চন্দ্র বলি' জ্যাক্সি বেন

কারো চিত্ত-মাঝে নাহি ঘটে কোনক্রমে ।

কালিমা-কলঙ্ক-যুত দেখে ওঠে শশাঙ্করে,

আর দেখে অকলঙ্ক নিজ চন্দ্রাননে ॥

অপিচ :—

ধবল * খটিকা-রসে চিত্রিত করহ যদি

বদন-মণ্ডল ;

আর যদি হে সুন্দরি, কপোলে লেপন কর

কালিম কঙ্কল,

তা হলেত তব ওই মুখের সহিত

চন্দ্র-জ্যাক্সি ঘটিতে গো পারে কথঞ্চিৎ ॥

(চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া)

মুক্তশঙ্ক হে শশাঙ্ক ! ভ্রমণ কর কি তুমি

পরকীয়া নারীদের সনে ?

তাই উনি দণ্ডচ্ছেলে চূর্ণ মাখাইয়া পাণ্ডু

করিলেন ও-তব আননে ॥

(নেপথ্যে মহাকোলাহল—সকলের ভ্রবণ)

রাজা ।—এ কোলাহল কিসের জন্ত ?

কপূর-মঞ্জরী ।—প্রিয়সখি ! এর কারণটা কি জেনে এসো দিকি ।

কুরঙ্গিকার প্রশ্ৰুতানন্তর পুনঃপ্রবেশ ।

বিদূষক ।—আমার মনে হয়, মহারাজ দেবীকে যে বঞ্চনা করেচেন,

তারই জন্ত এই কোলাহল ।

কুরঙ্গিকা।—প্রিয়সখি! দেবীকে বঞ্চনা করে' মহারাজ যে তোমার কাছে এসেছেন, এই কথা জানতে পেরে দেবী এইখানে আসছেন। তাই কুন্জ, বামন, কিরাত, বর্ষবর, কঙ্কু কী প্রভৃতি অস্ত্রপুৰচারীদের এই কোলাহল।

কপূর-মঞ্জরী।—(সভয়ে) তবে মহারাজ আমাকে পাঠিয়ে দিন—আমি সুরঙ্গ-পথ দিয়ে রক্ষাগৃহে যাই। তা' হলে আর দেবী আমাদের মিলনের কথা জানতে পারবেন না।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় যবনিকান্তর।



চতুর্থ যবনিকান্তর ।

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ ।

রাজা ।—ওঃ ! কি ভয়ানক গ্রীষ্ম ! কি প্রচণ্ড পবন ! এ কি কখন
সহ হয় ?

কেননা :—

এ জগতে, মদনের

ছটি মুখ্য উপাদান

মনে হয় অতীব দুঃসহ ;—

ভীষ্ণ-রবি-কবলিত

ঘোরতর গ্রীষ্মকাল,

আর, প্রিয়জনের বিরহ ॥

বিদূষক ।—

মদনে পীড়িত কেহ, কেহ বা গো নিদাঘে শোষিত,

আমা-বিধ জন কিন্তু জ্বরেতেই সমান বর্জিত ॥

নেপথ্যে ।—তবে কি তোমার মাথা মুড়িয়ে দেব ?

রাজা ।—(হাসিয়া) বয়স্ত ! লীলা বনের স্বচ্ছন্দচাবী শুক পক্ষীটা
বলে কি ?

বিদূষক ।—আরে বাটা দাসী-পুত্র !—তাকে শূলে দেওয়া উচিত ।

নেপথ্যে ।—আমার যদি পক্ষ না থাকত, তা হলে তোমার পক্ষে সকলই
সম্ভব হত ।

রাজা ।—(দেখিয়া) এ কি ! পাখীটা উড়ে গেল সে ।

(বিদূষকের প্রতি)—

নিশার বিস্তার কমে, দিনমান করে বুদ্ধি লাভ ;

স্বল্পস্থায়ী হয় শশী, রবি-বিষ ধরে চণ্ডভাব ;

কপূর-মঞ্জরী ।

যে বিধির ক্রম এই, নিদাঘ দিবসে,
ক্ষুরধারে বিখণ্ডিত কেন না হবে সে ?
কন্তু যদি প্রিয়ার সহিত শুভ-সন্মিলন ঘটে, তবেই গ্রীষ্মকাল স্তব্ধের

ননা :—

মধ্যাহ্নে চন্দন-চর্চা, আ-সন্ধ্যা পরিধান
জলার্জ বসন ;
আ-প্রদোষ জলক্ৰীড়া, সায়াহ্নে স্নান
মদিরা সেবন ;
নিধুবন রাত্রিশেষে —এই পঞ্চশর জেনো
প্রবল বিজয়ী ;
অবশিষ্ট শর যত ঠাহাদের তুলনায়
জুর্জল নিশ্চয় ॥

বক ।—ও কথা বোলো না ।

তাম্বুলী-লতার পত্র যে সময়ে পাত্ত-প্রভা
করয়ে বিস্তার ;
যে সময়ে দেখা দেয় তৈল-সুমহন পুগ *
আর সহকার ;
কপূর চন্দনে যবে সুবাসিত হয় সর্বস্থান ;
সেই সে নিদাঘ-কাল—হোক সখা তাহার কল্যাণ ॥

জা ।—

পঞ্চমর-তরঙ্গিণী বেণুবাদ্যধ্বনি বাহা শীতল প্রবণে ;
শিশির-সলিল-সহ বারুণী-মদিরা বাহা শীতল বদনে ;
সচন্দন ধন-স্তনী সুন্দরী কামিনী বাহা শীতল শরনে ;

* পুদ-অশারী ।

এই সব নিদ্রাঘের ঔষধ-সমান,
—তাহারাই করে লাভ বারা ভাগ্যবান ॥

অপিচ :—

শ্রবণে ভূষণকপে শিবীষ-ফুলের কি বাহার ,
স্তন-পর্বসব মাঝে সিন্দুবার-কুসুমের হাব ,
অঙ্গ'প'ব আর্জ-বস্ত্র, কটিদেশে উৎপল-মেখলা,
চুই চণ্ডে শোভা পায় অভিনব কিসলয়-বালা ,
তাপ-ক্ৰিষ্ট নাবীগণ—মধু-মুতু হঠলে গো শেষ,
ধবয়ে সস্তাপহারী এই সব মনোহর বেশ ॥

বিদুষক ।—কিন্তু আমি বলি :—

মথ্যাহে চন্দন ঘন সর্ক-অঞ্জে কবিয়া লেপন,
সাংকালে নিবস্তব কবাইয়া সলিলে মজ্জন,
শয্যাতে বারিসিক্ত তালপত্র কবিয়া বাজন,
নাবীর দাসত্ব করে দেখে এত দুর্জয় মদন ॥

রাজা ।—(শ্রবণ কবিয়া)

প্রতি অঞ্জে নব নব রূপ-ভঙ্গী যে করে ধারণ
—হেন প্রিয়তমা-সনে হয় যাব শুভ-সম্মিলন,
দীর্ঘ হঠলেও দিন—তার কাছে মুহূর্ত্তের সম ,
আব যাব নাহি ঘটে প্রিয়া-সনে মধুব সঙ্গম,
দিনগুলি তার কাছে বোধ হয় যেন দীর্ঘতম ॥

(বিদুষকের প্রতি) বরত ! তাঁর সম্বন্ধে কোন সংবাদ-বার্তা আছে
কি ?

বিদুষক ।—আছে কথা । তাঁর সুভাষিত কথা বস্তুি শোনো । যে
দিন দেবী কপূর-মঞ্জরীকে রক্তাভবন থেকে সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে

যেতে দেখলেন, সেই দিন থেকে দেবী পাথর দিয়ে সেই স্তূপের
মুখ বন্ধ করিয়ে দিলেন । অনঙ্গ-সেনা, কলিঙ্গ-সেনা, কাম-সেনা,
বসন্ত-সেনা, বিভ্রম-সেনা এই সেনানামধারী পাঁচ জন চামর-ধারিণী
দাসী প্রদীপ্ত করবালধারী সহস্র পদাতিকের সহিত, কানামন্দিরের
পূর্বদিক রক্ষণের জন্ত নিযুক্ত হল । আর অনঙ্গলেখা, চিত্রলেখা,
চক্রলেখা, মৃগাঙ্কলেখা, বিভ্রম-লেখা এই লেখানামধারী পাঁচ জন
সৈরিদ্রু, পুষ্টিতশরযুক্ত ধনুহস্তে সহস্র ধানুকী দক্ষিণদিকে স্থাপিত
হ'ল । আর কুন্দমালা, চন্দনমালা, কুবলয়মালা, কাঞ্চনমালা,
বকুলমালা, মঞ্জলমালা, মাণিকামালা, এই মালানামধারী সাত জন
ভাষুল-করম্বাহিনী, নব-শাপিত-কুস্ত-অঙ্গধারী সহস্র পদাতিকের সহিত
পশ্চিমদিকে স্থাপিত হ'ল । তাঁদের উপর আবার, মদিরাবতী,
কেলীবতী, কল্লোলবতী, অনঙ্গবতী, এই বতীনামধারী পাঁচ জন
কনক-বেত্রধারী স্তূভাষিতপাঠিকা পরিচারিকা কুমারী, বন্দোনামধারী
সেনার অধ্যাক্ষরূপে নিযুক্ত হ'ল ।

রাজা ।—অহো ! দেবীর এই সমস্ত সুরঞ্জাম অস্ত্রঃপুরেই উপযুক্ত ।

বিদূষক ।—বয়স ! ঐ দেখ কি একটা কথা নিবেদন করবার জন্ত দেবী
সারঙ্গিকা নামক সখাকে পাঠিয়েচেন ।

সারঙ্গিকার প্রবেশ ।

সারঙ্গিকা ।—মহারাজের জয় হোক ! মহারাজ ! দেবী আপনাকে
জানাতে বলেন, আজ এই চতুর্থ দিবসে ভাবি-বট-সাবিজী-উৎসব
হবে ; এই উৎসব-ব্যাপার, “কেলিবিমান”-প্রাসাদে উঠে দেখতে
হবে ।

রাজা ।—দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য :

(দাসীর প্রস্থান এবং উভয়ের প্রাসাদ-অধিরোহণ)

চর্চরীর প্রবেশ ।

দূষক ।—

নৃত্যের বিরাম হলে, মুক্তা-আভরণধারী
চলিত-বসনা এই নরভকীগণ
যন্ত্র-বিনিঃসৃত জল মণিময় পাত্রে ভরি’
পরস্পর গাত্রে দেখে করয়ে সিক্তন ॥

এ দিকে আবার !—

নর্তকী বজ্রিশ জন আবদ্ধ হইয়া কিবা
বিচিত্র বন্ধনে,
নাচিতেছে ঘুরি ঘুরি তাল লয়-অমুগত
সংযত চরণে ।

আরো দেখে দণ্ডাকারে চলিতেছে “দণ্ড-রাশ”
তোমার অঙ্গনে ॥

অপর নর্তকীগণ রেখামাত্র না লজিয়া
হুই সারি হয়ে,
স্বক্ষে স্বক্ষে শিরে শিরে হস্তে হস্তে হয়ে এক
আর বাহুদ্বয়ে,

নাচিয়া নাচিয়া চলে পরস্পর-অভিমুখে
গুচ্ছ তাল-লয়ে ॥

অপর নর্তকী-বৃন্দ রতন-কবচগুলি
করি’ উন্মোচন

বস্ত্র-যোগে ধারাজল রত্নভরে চতুর্দিকে
করয়ে ফেপণ ;

—সেই সব জলধারা পড়ে গিয়া প্রিয়জন-গায়
মনোভব মদনের স্তম্ভীষণ বারুণাস্ত্র-প্রার ॥

কপূর-মঞ্জরী ।

এই বিলাসিনীগণ কালিম-কজল-বর্ণ-তরু,
 লিখি-পুছ-আভরণ ধরে—আর তীক্ষ্ণ আঁখি-বহু ;
 ভীষণ ব্যাঘ্রের রূপ করিয়া ধারণ
 দর্শকজনের করে হস্ত উৎপাদন ॥

অপর নারীর দল মহামাংস করিয়া ধারণ,
 শৃগাল-চৌকর-সম করিতেছে হৃদয় ভীষণ ;
 রক্তমুগ্ধি নিশাচরী রাক্ষসী সাজিয়া কতিপর,
 ওই দেখ করিতেছে শ্মশান-দৃশ্যের অভিনয় ॥

কটির কিঙ্কণী বাজে, শিঞ্জিনী নূপুর-মাঝে,
 —ওই দেখ অস্ত্র নারী নর্ন্তনে প্রবৃত্ত ,
 কঠ-গীতি উচ্চসিত —তাল-লয়-নিয়ন্ত্রিত,
 দেখায় উহার সবে যোগিনীর নৃত্য ॥

অপর রমণীদল* চঞ্চল যাদের বেশ

কৌতুহল-বশে

* —বাজার মোহনবেণু ; তাদের বিচিত্র ভাব
 দেখি' লোকে হাসে '
 —নাচি' নাচি' বায় চলি, করয়ে প্রণাম ;
 প্রণমিয়া চলে, আর হাসে অবিরাম ॥

সারঙ্গিকার প্রবেশ ।

সারঙ্গিকা ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ দেখ্‌চি আবার
 মরকত-কুঞ্জে গিয়ে কদলী-গৃহে প্রবেশ কবেচেন । এইবার তবে,
 নিকটে গিয়ে দেবী যা জানাতে বলেচেন, জানিয়ে আসি । (অগ্রসর
 হইয়া) মহারাজের জয় হোক । দেবী এই কথা বলতে বলেন,
 আজ সন্ধ্যার সময় তিনি আপনার বিবাহ দিবে দেবেন ।

বিদুষক ।—ওগো ! এ অকাল-কুয়াঙটা কোথেকে এসে পড়ল ?

রাজা ।—সারজিকে ! সমস্ত খুলে বল' ।

সারজিকা ।—সমস্ত নিবেদন কর্চি :—গত চতুর্দশীতে দেবী, পদ্মরাগ-মণিময়ী গৌরী তৈরি করে' ভৈরবানন্দকে নিয়ে তার ঐতিষ্ঠা করালেন । আর নিজেও দীক্ষা নিলেন । তার পর যোগীশ্বরকে গুরুদক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করলেন । যোগীশ্বর বলেন, যদি গুরুদক্ষিণা দিতেই হয়, তা হলে, আমার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ, এই মহা-রাজকেই একটি কত্তা দান করা হোক । দেবী বলে, “যে আছে গুরুদেব !” যোগীশ্বর আবার বলেন ;—“এই লাটদেশে চণ্ডসেন নামে এক রাজা আছেন । তাঁর দুহিতার নাম ধনসার-মঞ্জরী । দৈবজ্ঞেরা শুনে বলেছেন, ইনি চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী হবেন । তাই মহারাজের সঙ্গে এঁর বিবাহ দেওয়া উচিত । এই গুরুদক্ষিণা যদি দেওয়া হয়, তা হলে রাজা ও চক্রবর্ত্তী হতে পাবেন ।” তাতে দেবী হেসে বলেন, গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোधार্য । গুরুর এই গুরুদক্ষিণার কথা জানা-বার জন্ত দেবী আমাকে পাঠিয়েচেন ।

বিদুষক ।—কথায় বলে “মাথার উপর সর্প, দেশান্তরে বৈদ্য”—এ যে তাই হল । আজ এখানে হবে বিবাহ, আর লাটদেশে রইল ধন-সার-মঞ্জরী !

রাজা ।—ভৈরবানন্দের কতটা ক্ষমতা তা কি তুমি স্বচক্ষে দেখ নি ? এখন ভৈরবানন্দ কোথায় ?

সারজিকা ।—প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যস্থত চামুণ্ডামন্দিরে, দেবী ভৈরবা-নন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন । সেইখানে আজ দক্ষিণাদানের এই কৌতূহলজনক বিবাহের অনুষ্ঠান হবে । সেই জন্ত মহারাজকে এইখানেই এখন থাকতে হবে ।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

রাজা ।—বয়স্ক ! আমার মনে হয়, এই সমস্ত ভৈরবানন্দই ঘটিযেচেন ।
 বিদূষক ।—তাট বটে । কেননা, যুগলাঞ্জন চন্দ্র-বাতীত, কে আর বল
 চন্দ্রকান্তমণি-পুতলিকাকে আর্জি করতে পারে ? শরৎ-সমীরণ-বাতীত,
 শেফালিকা পুষ্পকে কে আর বিকসিত করতে পারে ?

ভৈরবানন্দের প্রবেশ ।

ভৈরবানন্দ ।—এই ঘটকমূলে, উদঘাটিত স্ফুট-স্বরের আবরণ-স্বরূপ
 এই চামুণ্ডা । (করযোড়ে প্রণাম করিয়া পঠন)

মহাকাল করাস্তের কেলি-নিকেতনে বসি',

ধাতার সে কপাল-চষকে

ধিনি গো করেন পান পুরাতন রক্ত-স্রা

মহানন্দে ঝলকে ঝলকে,

সেই সে চণ্ডীব জয়

গায় সর্ব লোকে ॥

(প্রবেশ ও উপবেশন করিয়া) কপূর-মঞ্জরী এখনও কেন স্ফুট-
 স্বর দিয়ে বেরুচ্ছে না ?

উদঘাটিত স্ফুট-স্বর দিয়া কপূর-মঞ্জরীর প্রবেশ ।

কপূরমঞ্জরী ।—গুরুদেব, প্রণাম করি ।

ভৈরবানন্দ ।—যোগ্য বর লাভ কর । এইখানে বোসো ।

কপূরমঞ্জরী ।—(উপবেশন)

ভৈরবানন্দ ।—(স্বগত) দেবী যে এখনও আসুচেন না ?

রাজার প্রবেশ ।

রাজা ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো ভগবতী চামুণ্ডা ।

(প্রণাম ও অবলোকন) এ কি ! কপূর-মঞ্জরীও যে এইখানে ।

এখন তবে কি করি ? (ভৈরবানন্দের প্রতি) সমস্ত বিবাহ-

সামগ্রী আমার নিজগৃহে এনে রেখেচি । সেইগুলি নিয়ে আমি এখনি আনুচি ।

ভৈরবানন্দ ।—আচ্ছা বৎসে ! তাই করা হোক ।

রাজ্ঞী ।—(বারম্বার পরিক্রমণ)

ভৈরবানন্দ ।—(হাসিয়া স্বগত) বুঝেচি, ঠনি কপূর-মঞ্জরীর স্থান অন্বেষণ করিতে গেলেন । (প্রকাশে) বৎসে কপূর-মঞ্জরি ! হৃদয়-দ্বার দিয়ে দ্রুতপদে গিয়ে স্বস্থানে থাকো । দেবী এখানে এলে আবার এনো ।

কপূর-মঞ্জরী ।—(তথাকরণ)

দেবী ।—এই তো রক্ষাগৃহ । এ কি ! এখানেও যে কপূর-মঞ্জরী ।

আমি বোধ হয় তবে কপূর-মঞ্জরীর মত আর কাউকে সেখানে দেখে থাকুব । বাছা কপূর-মঞ্জরি ! তোমার শরীর কেমন আছে ?

(আকাশে) কি বলচ ?—আমার শরীরে বেদনা—এই কথা বলচ ?

রাজ্ঞী ।—(স্বগত) আচ্ছা, আবার তবে সেইখানে যাউ । ওলো সখীরা !

বিবাহ সামগ্রীগুলি লীল্য নিয়ে আয় । (পরিক্রমণ)

কপূর-মঞ্জরীর পুনঃপ্রবেশ ও সেইরূপে অবস্থান !

রাজ্ঞী ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এ কি ! এইখানে আবার কপূর-মঞ্জরী ?

ভৈরবানন্দ ।—বৎসে বিভ্রমলেখে ! বিবাহ-সামগ্রীগুলি কি আনা হয়েছে ?

দেবী ।—আনা হয়েছে । কিন্তু ধনসারমঞ্জরীর যোগ্য আভরণগুলি আনুতে ভুলে গিয়েচি । আবার তবে যাউ ।

ভৈরবানন্দ ।—আচ্ছা ।

রাজ্ঞী ।—(প্রস্থান)

ভৈরবানন্দ ।—বৎসে কপূর-মঞ্জরি !—সেইরূপ আবার কর ।

(কপূর-মঞ্জরীর প্রস্থান)

রাজ্ঞী ।—(রক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া কপূর-মঞ্জরীকে দেখিয়া) এই তো
এইখানে কপূর-মঞ্জরী । সেও তা'হলে দেখতে ঠিক কপূর-মঞ্জরীর
মত—তাঁই আমার ভুল হচ্ছে । (স্বগত) অবাধ-সঞ্চারী ধান-বিমানে
করে' যোগীশ্বর বোধ হয় ধনসার-মঞ্জরীকে নিয়ে এসেছেন ।
(প্রকাশ্যে) ওলো সখি, তোরা আমার কথামত সামগ্রীগুলি
নিয়ে আয় । (চামুণ্ডা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিয়া) কি
আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ।

ভৈববানন্দ ।—দেবি ! বসুন । মহারাজও এলেন বলে' ।

রাজা বিদূষক ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ ।

(সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

রাজ্ঞী ।—(নায়িকাব প্রতি) ইনি মকরধ্বজেরই যেন মূর্তিমতী সম্পত্তি ।
শৃঙ্গার-রস-লক্ষ্মী যেন দেহান্তরে অবস্থিতা । ইনি যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রের
দিবসসঞ্চারিণী জ্যোৎস্না । অথবা যেন বহুমুলা মাণিক্য-পেটিকা ।
কিন্মা রত্নময়ী অঞ্জন-শলাকা । অথবা ইনি বুঝি রত্ন-কুন্তলের বসন্ত-
লক্ষ্মী ।

বিজয়ী এঁর এই রূপ মনোহর
যদি কভু হয় কারো নয়নগোচর,
ধনকে জুড়িয়া শর অমনি মদন
করে তার চিত্ত-মাঝে বসতি স্থাপন ॥

বিদূষক ।—(জনান্তিকে) সখা ! বুঝিবা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় ।
তবে কি না, তটে পৌছিলেও নৌকাকে বিশ্বাস নেই । তাই বলি,
তুমি এখন চুপ্টি করে' থাক ।

রাজ্ঞী ।—(কুরঙ্গিকার প্রতি) তুমি মহারাজকে সাজিয়ে দেও—আর
সারঙ্গিকা ধনসারমঞ্জরীকে সাজিয়ে দিও ।

উভয়ে ।—(উভয়ের বিবাহ-যোগ্য বেশভূষা সম্পাদন)

ভৈরবানন্দ ।—উপাধ্যায় পুরোহিতকে ডেকে আনা হোক ।

জ্যোী ।—মহারাজ ! পুরোহিত কপিঞ্জল ঠাকুর এইখানেই রয়েছেন ।

বিদুষক ।—আমি তে প্রস্তুতই আছি । এসো সখা, তোমার চাঁদরে গাঁঠ দেঁধে দি । এখন তোমার হস্ত দিসে কপূর-মঞ্জরীর হস্ত-ধারণ কর ।

জ্যোী ।—(চমৎকৃত হইবা) কপূর-মঞ্জরী কোথায় ?

ভৈরবানন্দ ।—(তাব মনেব ভাব বুঝিয়া বিদুষকের প্রতি) তোমার বিষম ভ্রম হয়েছে ;—কপূর-মঞ্জরীরই আর একটি নাম ধনসার-মঞ্জরী ।

রাজা ।—(হস্ত গ্রহণ করিয়া)

“রঙ্গ-”ধাতু-কলকের স্নানাগ্র যেমতি স্মৃতিধণ,

কেতকী-কুম্ভ-গত গর্ভদল-কণ্টক যেমন,

স্নানরীর তনুস্পর্শে তেনতি আমার

সর্ব-অঙ্গে হ’ল কিবা পুলক-সঞ্চার ॥

বিদুষক ।—ওগো বয়স্ক ! এইবার সাত পাক দেও । অগ্নিতে লাজ্জাঞ্জলি নিক্ষেপ কর ।

রাজা ।—(সাত পাক দিয়া ভ্রমণ)

নায়িকা ।—(ধূম-হেতু মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

রাজা ।—(পরিণয় সম্পাদন)

রাজ্যী ।—(সপরিবারে প্রস্থান)

ভৈরবানন্দ ।—পুরোহিতের দক্ষিণা দেওয়া হোক ।

রাজা ।—দেওয়া যাচ্ছে । বয়স্ক ! তোমাকে একশত গ্রাম দান করলেম্ !

বিদুষক ।—কলাণ হোক ! (নৃত্য)

ভৈরবানন্দ ।—মহারাজ ! আপনার আব কি প্রিয়কার্য্য করব বলুন ।

রাজা ।—যোগীশ্বর ! আমাব এখন আর কি প্রিয়কার্য্য আছে ?

কেননা :—

কুসুলেশ-হুহিতার করম্পর্শে যে সুখ আমার,
 সে সুখের তুলনার মোর কাছে স্বর্গস্থখো ছার ।
 লভিলাম রমণীয় চক্রবর্তী রাজার পদবী,
 পালন করিব এবে সযতনে সমগ্র পৃথিবী ॥
 তথাপি এই রূপ যেন হয় :—
 সত্যোত্তে আনন্দ লাভ করে যেন সজ্জন সকল,
 নিত্য কষ্ট পায় যেন দুঃখবুজ দুর্জনের দল ।
 সন্তোষিষ হয় যেন হেথাকার ব্রাহ্মণ সকলে,
 বয়ু'ক সঞ্চিত মেঘ শস্ত্রোচিত সলিল ভুতলে ।
 দোক্ত-পরাদ্ব্যুখ যেন হয় সর্বলোক,
 অমুদিন তাহাদের ধর্মের মতি হোক ॥

ইতি শ্রীরাজশেখর-বিরচিত কপূর-মঞ্জরী ।



শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক

সংস্কৃত নাট্যকেন্দ্র প্রস্তুত

-০০০-

সংস্কৃত-কৃত	১
সংস্কৃত-কৃত	
সংস্কৃত-কৃত	১০
সংস্কৃত-কৃত	১১
সংস্কৃত-কৃত	১২
সংস্কৃত-কৃত	১৩
সংস্কৃত-কৃত	১৪
সংস্কৃত-কৃত	১৫
সংস্কৃত-কৃত	১৬
সংস্কৃত-কৃত	১৭
সংস্কৃত-কৃত	১৮
সংস্কৃত-কৃত	১৯
সংস্কৃত-কৃত	২০
সংস্কৃত-কৃত	২১
সংস্কৃত-কৃত	২২
সংস্কৃত-কৃত	২৩
সংস্কৃত-কৃত	২৪
সংস্কৃত-কৃত	২৫
সংস্কৃত-কৃত	২৬
সংস্কৃত-কৃত	২৭
সংস্কৃত-কৃত	২৮
সংস্কৃত-কৃত	২৯
সংস্কৃত-কৃত	৩০
সংস্কৃত-কৃত	৩১
সংস্কৃত-কৃত	৩২
সংস্কৃত-কৃত	৩৩
সংস্কৃত-কৃত	৩৪
সংস্কৃত-কৃত	৩৫
সংস্কৃত-কৃত	৩৬
সংস্কৃত-কৃত	৩৭
সংস্কৃত-কৃত	৩৮
সংস্কৃত-কৃত	৩৯
সংস্কৃত-কৃত	৪০
সংস্কৃত-কৃত	৪১
সংস্কৃত-কৃত	৪২
সংস্কৃত-কৃত	৪৩
সংস্কৃত-কৃত	৪৪
সংস্কৃত-কৃত	৪৫
সংস্কৃত-কৃত	৪৬
সংস্কৃত-কৃত	৪৭
সংস্কৃত-কৃত	৪৮
সংস্কৃত-কৃত	৪৯
সংস্কৃত-কৃত	৫০
সংস্কৃত-কৃত	৫১
সংস্কৃত-কৃত	৫২
সংস্কৃত-কৃত	৫৩
সংস্কৃত-কৃত	৫৪
সংস্কৃত-কৃত	৫৫
সংস্কৃত-কৃত	৫৬
সংস্কৃত-কৃত	৫৭
সংস্কৃত-কৃত	৫৮
সংস্কৃত-কৃত	৫৯
সংস্কৃত-কৃত	৬০
সংস্কৃত-কৃত	৬১
সংস্কৃত-কৃত	৬২
সংস্কৃত-কৃত	৬৩
সংস্কৃত-কৃত	৬৪
সংস্কৃত-কৃত	৬৫
সংস্কৃত-কৃত	৬৬
সংস্কৃত-কৃত	৬৭
সংস্কৃত-কৃত	৬৮
সংস্কৃত-কৃত	৬৯
সংস্কৃত-কৃত	৭০
সংস্কৃত-কৃত	৭১
সংস্কৃত-কৃত	৭২
সংস্কৃত-কৃত	৭৩
সংস্কৃত-কৃত	৭৪
সংস্কৃত-কৃত	৭৫
সংস্কৃত-কৃত	৭৬
সংস্কৃত-কৃত	৭৭
সংস্কৃত-কৃত	৭৮
সংস্কৃত-কৃত	৭৯
সংস্কৃত-কৃত	৮০
সংস্কৃত-কৃত	৮১
সংস্কৃত-কৃত	৮২
সংস্কৃত-কৃত	৮৩
সংস্কৃত-কৃত	৮৪
সংস্কৃত-কৃত	৮৫
সংস্কৃত-কৃত	৮৬
সংস্কৃত-কৃত	৮৭
সংস্কৃত-কৃত	৮৮
সংস্কৃত-কৃত	৮৯
সংস্কৃত-কৃত	৯০
সংস্কৃত-কৃত	৯১
সংস্কৃত-কৃত	৯২
সংস্কৃত-কৃত	৯৩
সংস্কৃত-কৃত	৯৪
সংস্কৃত-কৃত	৯৫
সংস্কৃত-কৃত	৯৬
সংস্কৃত-কৃত	৯৭
সংস্কৃত-কৃত	৯৮
সংস্কৃত-কৃত	৯৯
সংস্কৃত-কৃত	১০০

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের (২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট)

পুস্তকালয়ে এবং ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট, মজুমদার প্রভৃতি

প্রাপ্ত

